NUSA

নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা)

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২

নুসা বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১ - ২০২২

প্রকাশক

নুসা প্রকাশনা সেল
নুসা, নড়িয়া, শরীয়তপুর।

সম্পাদক

মাজেদা শওকত আলী
নির্বাহী পরিচালক, নুসা।

সম্পাদনা সহযোগী

» **জয়দেব চন্দ্র কুন্ডু,** *যুগ্ম-পরিচালক, নুসা।*
» **মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন,** *উপ-পরিচালক, নুসা।*
» **মোঃ কবির হোসেন,** *উপ-পরিচালক, নুসা।*
» **আমিনুল হক মিন্টু,** *উপ-পরিচালক, নুসা।*
» **উদয় শওকত আলী,** *উপ-পরিচালক, নুসা।*

মুদ্রন সহায়তা

» **এমদাদুল হক,** *আইটি সুপারভাইজার*
নুসা কম্পিউটারস এন্ড ইনফরমেশন সেন্টার
নড়িয়া, শরীয়তপুর।
» **মো: রিসান,** *আইটি অফিসার, নুসা।*

© নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা)

সূচিপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি	০১
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা	০২
প্রয়াত প্রধান উপদেষ্টার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাঞ্জলি বাণী	০৩
কার্যকরী উপদেষ্টার বানী	০৪
চেয়ারম্যানের বানী	০৫
নির্বাহী পরিচালকের মুখবন্ধ	০৬
নুসা পরিবারের যাদেরকে হারিয়েছি	০৭
কর্ণেল (অব.) শওকত আলীর আত্মজীবনী	০৯
বীর মুক্তিযোদ্ধা মাজেদা শওকত আলী'র আত্মজীবনী	১১
এক নজরে নুসা	১৩
নুসার সামগ্রীক কর্ম এলাকার বিবরণ	১৫
সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো	১৬
নুসা উপদেষ্টা পর্ষদ	১৭
নুসা পরিচালনা পর্ষদ ২০২১-২০২৩	১৮
নুসা অর্গানোগ্রাম (২০২১-২০২২)	২০
ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাবৃন্দ	২১
মানব সম্পদ ও প্রশাসন	২৫
নুসা'র নীতিমালা সমূহ	২৭
অডিট সেল	২৮
নুসা'র নেটওয়ার্কিং	২৯
নুসা'র চলমান কর্মসূচি/প্রকল্প সমূহের বিবরণ	২৯
নুসা'র সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের বিবরণ	৩০
নুসা প্রশিক্ষণ সেল	৩২
ঋণ কার্যক্রম	৩৫
সমন্বিত কৃষি ইউনিটের আওতায় কৃষি প্রকল্প	৪০
সমন্বিত কৃষি ইউনিটের আওতায় প্রাণী সম্পদ প্রকল্প	৪৪
নুসা বিশেষায়িত (প্রতিবন্ধিতা) বিদ্যালয়	৪৬
নড়িয়া গণ পাঠাগার	৪৮
সম্বন্বিত নারী উন্নয়ন প্রকল্প	৫০
দুস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) কর্মসূচী	৫১
সমৃদ্ধি কর্মসূচি, চরসেনসাস	৫৩
এক নজরে প্রবীন কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ (অক্টোবর- ২০২২ পর্যন্ত)	৫৯
এক নজরে সমৃদ্ধি কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ (সেপ্টেম্বর-২০২২ পর্যন্ত)	৬০
এক নজরে সকল তথ্য সমৃদ্ধি কর্মসূচি	৬২
সফলতার গল্প	৬৩
স্কীল ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP)	৬৪
নুসা স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচী	৬৬
নুসা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচী	৬৭
নুসা আইন সহায়তা কর্মসূচী	৬৮
নুসা শিক্ষা বৃত্তি প্রদান কর্মসূচী	৬৮
নুসা বিশেষ শিক্ষালয় কর্মসূচী	৬৮

জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

"গ্রামে গ্রামে কাজ করো,
দুঃখের দিনে মানুষের পাশে দাড়াও"

- সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

"এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদি না থাকে।
সবাই নিজেদের যতটুকু জমি আছে সেখানে সবজি বা ফসল উৎপাদন করুন।"

- (প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা)

"আমরা আগামী ২০৪১ সালে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলব।
আর সেই বাংলাদেশ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ।
ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে আমরা চলে যাব।"

- (প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা)

প্রয়াত প্রধান উপদেষ্টার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাঞ্জলি

সত্য মামলা আগরতলা'র ২৬ নং অভিযুক্ত, মুক্তিযুদ্ধের ২ নং সেক্টরের সাব-সেক্টর কমান্ডার, নবম জাতীয় সংসদের সাবেক ডেপুটি স্পীকার ও ছয় বারের সাবেক সংসদ সদস্য, প্রয়াত জাতীয় বীর কর্ণেল (অবঃ) শওকত আলী ১৯৭৯ সালে নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা) প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন।

কর্ণেল শওকত আলী একাধারে ছিলেন নুসা'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান উপদেষ্টা। তাঁর দিক নির্দেশনা এবং পরামর্শে নুসা'র কার্যক্রম ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর পথে অগ্রসর হতে থাকে। একটি কার্যালয় থেকে ৪০ টি শাখা কার্যালয়ে বিস্তার লাভ করে। তাঁর প্রচেষ্টায় জাপান ও জার্মান এ্যাম্বাসীর সহযোহিতায় নুসা প্রশিক্ষণ সেন্টার গড়ে উঠে। পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)সহ বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহায়তা ও সহযোগিতায় নুসা দেশের অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসাবে আত্ন প্রকাশ করে। তাঁর অত্যন্ত প্রখর বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতায় নুসাকে উচ্চ শিখরে পৌছে নিয়ে যাওয়ার জন্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মাজেদা শওকত আলী'র হাতে নির্বাহী ক্ষমতা প্রদান করেন। তাঁর পরামর্শে সংস্থায় উপদেষ্টা কমিটি সাধারণ পর্ষদ ও নির্বাহী পর্ষদ গঠিত হয় এবং সকল কমিটি/পর্ষদ যথাযোগ্য মর্যাদায় নুসাকে একটি স্থিতিশীল সংস্থায় পরিনত করেন। তাঁর হাতে নিয়োগকৃত একদল কর্মী বাহিনী নুসা'কে আজ এ পর্যায়ে নিয়ে এসেছে।

এমন একজন মহান ব্যাক্তি সকলকে কাঁদিয়ে ২০২০ সালের ১৬ ই নভেম্বর পৃথিবীর মায়া ত্যাগ চির নিদ্রায় শায়িত হন, রেখে যান তাঁর প্রিয় প্রতিষ্ঠান নুসা'কে। তাঁরই উত্তরসূরী হিসাবে যোগ্যপুত্র ডা. খালেদ শওকত আলী, কার্যকরী উপদেষ্টা হিসাবে নির্দেশনা প্রদান করে নুসা'কে নিয়ে চলেছেন অন্যন্য উচ্চতায়। তার পরেও একটা শুন্যতা সকলের মধ্যে রয়েই গেছে। প্রতিটি কাজেই মনে পড়ে নুসা'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান উপদেষ্টা জাতীয় বীর কর্ণেল শওকত আলীকে।

আজ নুসা ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে। তিনি বেঁচে থাকলে এখানে তার বানী থাকতে আমরা তা পড়ে নির্দেশনা পেতাম কিন্তু তিনি আজ আমাদের মাঝে নেই। তাই এ পাতায় তাঁর আত্মার প্রতি নুসা'র সর্বস্তরের কর্মকর্তা, কর্মী, সাধারণ পরিষদ, কার্যকরী পরিষদ ও উপদেষ্টা পরিষদের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলী।

মহান আল্লাহ তাঁর বিদেহী আত্মাকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন। আমিন।

--নুসার কর্মকর্তা, কর্মী, সাধারণ পরিষদ, কার্যকরী পরিষদ ও উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ।

কার্যকরী উপদেষ্টার বাণী

ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার ২৬ নং অভিযুক্ত, ৬ বারের সংসদ সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সাবেক ডেপুটি স্পীকার, বীর মুক্তিযোদ্ধা, জাতীয় বীর কর্ণেল (অবঃ) শওকত আলীর প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা)।
সকল মানুষের সমান সুযোগ বিদ্যমান এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠির অধিকার অর্জনে তাদের সক্ষমতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করে চলেছে নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা)।
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন, জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একটি উন্নত বাংলাদেশ গড়ার জন্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোক্তা হিসাবে অসাধারণ ভূমিকা রেখে চলেছে নুসা।
নুসা একটি উপলব্ধির নাম, জাতীয় বীর কর্ণেল (অবঃ) শওকত আলীর আদর্শে মানব কল্যানে কাজ করে যাওয়া আদর্শের নাম। জাতীয় বীরের প্রদর্শিত দেখানো পথ ধরে, নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা) সংকটে, দুর্যোগে, অতিমারি, মহামারি, বন্যায়, সার্বক্ষনিক সুবিধা বঞ্চিত মানুষের জন্য কাজ করছে।
বেকারত্ব দূরীকরণে নুসা কাজ করছে। কাজ করছে সাধারণ মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে। ডিজিটাল বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত করার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন বাস্তবায়নে নুসা প্রশিক্ষণ প্রদান করছে হাজারো ছেলে মেয়েকে। "যে কোন বৈশ্বিক মন্দা যেন বাংলাদেশকে আঘাত না করতে পারে" –মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বাস্তবায়ন করতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নিয়ে কাজ করে নুসা।
নড়িয়া উন্নয়ন সমিতির ৪১ তম বার্ষিক সাধারণ সভার সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা,
জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

তারিখ ঃ ১৬ নভেম্বর ২০২২ইং

ডা. খালেদ শওকত আলী
কার্যকরী উপদেষ্টা, নুসা

চেয়ারম্যানের বাণী

অতি দরিদ্র ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের মাধ্যমে দৃশ্যমান ও বিকাশমান বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে নুসা ব্যাপক সফলতার সাথে এর কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। গত বছর টি দেশে অতিমারি করোনার কারণে সংস্থার সকল কার্যক্রম বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার পরেও নুসা অতি কৌশলে তার কার্যক্রম চালিয়ে সকল কর্মকর্তা কর্মচারির প্রাপ্য বেতন ভাতা পরিশোধ করে এসেছে। এছাড়া শত প্রতিকুলতার মধ্যেও গত ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বিভিন্ন দাতা সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী ও নিজস্ব উদ্যোগে বাস্তবায়নকৃত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের বিগত এক বছরের অগ্রগতির তথ্য সম্বলিত এ প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে। এ উপলক্ষে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। একই সাথে সংস্থার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করছি। পরিশেষে আমি নুসার পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠাতা প্রধান উপদেষ্টা মাননীয় সাবেক ডেপুটি স্পীকার ও মাননীয় সাবেক সংসদ সদস্য প্রয়াত জাতীয় বীর কর্ণেল শওকত আলীর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

জয় বাংলা,
জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

তারিখ ঃ ১৬ নভেম্বর ২০২২ইং

এ্যাডভোকেট ফিরোজ আহমেদ
চেয়ারম্যান, নুসা

নির্বাহী পরিচালকের মূখবন্ধ

রূপকল্প ২০২১ থেকে ২০৪১ সালে উন্নত দেশ হওয়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নে, জাতিসংঘে গৃহিত শান্তি মডেল অনুসরনে লক্ষিত জনগোষ্ঠির ক্ষমতায়নে সম্পৃক্ত কর্ম সম্পাদনের এই বিরল সুযোগ প্রদানের জন্য আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

নুসা কর্ম এলাকায় সদস্যদের মধ্যে সুশাসন ও শুদ্ধাচার, জেন্ডার সাম্যতা বজায় রাখা, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক নিরাপত্তা সুরক্ষায় আইনের সহায়তা প্রদান, প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনে সচেস্ট, স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতঃ দরিদ্র; অরক্ষিত, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমে সহায়তা করে থাকে। বর্তমানে যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, প্রতিবন্ধী পূনর্বাসন, প্রবীন জনগোষ্ঠির জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, বেকার যুবক-যুবতীদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা, শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষিত হতে উৎসাহিত করা, দুর্যোগ মোকাবিলায় বিভিন্নকর্মসূচী গ্রহণ ইত্যাদি সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নুসা নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। নুসা'র এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে কর্মএলাকার পিছিয়ে পড়া জনগনের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেভুমিকা রাখতে পেরে আমরা আনন্দিত।

আমি বিশ্বাস করি, সর্বক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা জিও এবং এনজিও সমুহের পদ্ধতিগত সংস্কার, তাদের কৃত কার্যতা এবং দক্ষতা উন্নয়ন, সর্বোপরি একটি সমন্বিত, সংঘবদ্ধ ও সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ অপরিহার্য্য। সুশাসন ও শুদ্ধাচার আমাদের অঙ্গীকার। উন্নত জীবন ধারায় সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

সবাইকে ধন্যবাদ।

জয় বাংলা,
জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

তারিখ ঃ ১৬ নভেম্বর ২০২২ইং

বীর মুক্তিযোদ্ধা মাজেদা শওকত আলী
নির্বাহী পরিচালক, নুসা

নুসা পরিবারের যাদেরকে হারিয়েছে

কর্ণেল (অবঃ) শওকত আলী

প্রতিষ্ঠাতা

মোঃ হায়দার আলী

মোঃ হেদায়েতুল্লাহ

বীর মুক্তিযোদ্ধা
মাষ্টার দিদারুল ইসলাম

হাছান আলী রাঢ়ী

সিরাজুল হক মুন্সী

আতাউর রহমান স্বপন

শিরিন আক্তার

এমদাদ মাহমুদ

আব্দুস সালাম আলম

আলেয়া বেগম আলো

মোঃ গিয়াস উদ্দিন

নুসা'র বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু খন্ড চিত্র।

কর্ণেল (অব.) শওকত আলীর আত্মজীবনী

জন্মস্থান:
শরীয়তপুরের কৃতিসন্তান কর্ণেল (অব.) শওকত আলী শরীয়তপুর জেলার (তৎকালীন ফরিদপুর জেলা) নড়িয়া উপজেলার (নড়িয়া থানা) লোনসিং বাহের দিঘিরপার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩৭ সালের ২৭ জানুয়ারি। তাঁর রত্নগর্ভা মা মালেকা বেগম এবং পিতা মুন্সী মোবারক আলী।

একজন মেধাবী ছাত্র হিসাবে:
কর্ণেল (অব.) শকওত আলী ১৯৫৩ সালে তৎকালীন পূর্ব বাংলা মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পটুয়াখালী জেলার খেপুপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে অংকে লেটারসহ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই.কম এবং দ্বিতীয় বিভাগে বি.কম পাশ করেন। ১৯৬৯ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল.এল.বি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সনদ প্রাপ্ত হন এবং ১৯৭৮ সালে সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের সদস্যপদ লাভ করেন।

একজন আদর্শ সৈনিক:
কর্ণেল শওকত আলী ১৯৫৯ সালের ২৪শে জানুয়ারি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অর্ডন্যান্স কোরএ কমিশন লাভ করেন। পেশাগত দক্ষতা বিবেচনা করে তাঁকে করাচির নিকটবর্তী মালির ক্যান্টনমেন্টে অর্ডন্যান্স স্কুলের প্রশিক্ষক নিয়োগ করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর আর্দশে বিশ্বাসী একজন সৎ দেশ প্রেমিক:
পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত থাকা অবস্থায় তিনি গোপনে কয়েকজন দেশপ্রেমিক সশস্ত্রবাহিনী বাঙালি অফিসারের সঙ্গে দেশকে স্বাধীন করার জন্য পরিকল্পনা শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি "রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য" মামলার (যা আগরতলা মামলা নামে সমধিক পরিচিত) ২৬নং অভিযুক্ত ছিলেন। ষাটের দশকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সশস্ত্র পন্থায় বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীসমূহের বাঙালি অফিসার ও সৈনিক, প্রাক্তন সৈনিক, বেসামরিক সরকারি কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক নেতাদের সমন্বয়ে যে বিপ্লবী পরিষদ গঠিত হয়েছিল, শওকত আলী (তৎকালীন ক্যাপ্টেন) তার সদস্য ছিলেন। তিনি উক্ত মামলায় মালির ক্যান্টনমেন্ট থেকে ১০ জানুয়ারি ১৯৬৮ তারিখে গ্রেপ্তার হন। ১৯৬৯ সালে বাঙালি জাতির ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের মুখে পাকিস্তান সরকার মামলাটি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। বঙ্গবন্ধু ও কর্ণেল শওকত আলী সহ সকল অভিযুক্ত ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ তারিখে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের বন্দিশালা থেকে মুক্তি লাভ করেন। শওকত আলীকে ক্যাপ্টেন পদে পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে ১৯৬৯ সালে বাধ্যতামূলকভাবে অকাল অবসর দেয়া হয়।

একজন সাহসী মুক্তিযোদ্ধা:
তিনি আগরতলা মামলার অভিযুক্ত হিসেবে ১৯৬৮-৬৯ সালে প্রায় ১৩ মাস কারাগারে ছিলেন। শওকত আলী ১৯৭১ সালে সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধের পর বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে শওকত আলী পুনরায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রাখেন। তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদর অর্ডন্যান্স সার্ভিসেস গড়ে তুলেন এবং প্রথম পরিচালক (ডিওএস) হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার পরিবারের নিষ্ঠুর হত্যার পর কর্ণেল শওকত আলীকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে পুনরায় বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া হয়।

একজন সৎ রাজনীতিবিদ:

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরে যখন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ছিল, ওই সময় তিনি বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধরে রাখার জন্য গোপনে সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করে আওয়ামী লীগকে পুনর্গঠনের কাজে সক্রিয় অবদান রাখেন। বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথে চলতে গিয়ে আত্মত্যাগী কর্ণেল (অব.) শওকত আলী ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগে যোগদান করেন এবং ১৯৭৮ সালে তিনি শরিয়তপুর আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৯ সালে তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৮২ সালের মে মাস থেকে ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রায় ১৬ মাস স্বৈরাচারী শাসক এরশাদের শাসনামলে কারারুদ্ধ ছিলেন। ২০০৩ সালে বিএনপি তথা চার দলীয় জোট সরকারের সময় তাঁকে পুনরায় কারারুদ্ধ করা হয়।

একজন সংসদ সদস্য:

কর্ণেল শওকত আলী ১৯৭৯ সালে দ্বিতীয় জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যও নির্বাচিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মাত্র ৩৯ জন সদস্যের মধ্যে তিনি একজন। ১৯৯১ সালে পঞ্চম জাতীয় সংসদে তিনি পুনরায় সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। এবার তিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ও পিটিশন কমিটির সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৯৬ সালে তিনি সপ্তম জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, বেসরকারী সদস্যদের বিল এবং বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটির চেয়ারম্যান এবং নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ ছাড়াও ঐ সংসদে পিটিশন কমিটি, সরকারি হিসাব কমিটি এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিরও তিনি সদস্য ছিলেন। ২০০১ সালে অষ্টম সংসদে তিনি পুনরায় সদস্য নির্বাচিত হন সেখানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এবং বেসরকারি সদস্যদের বিল এবং বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটির সদস্য ছিলেন।

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে শওকত আলী পুনরায় নবম সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০০৯ সালের ২৫ জানুয়ারি তিনি সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন।

নির্বাচনী এলাকার উন্নয়ন:

১৯৭৯ সালে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর এলাকার মানুষের দুঃখ দুর্দশা লাঘবের লক্ষ্যে তিনি আজীবন কাজ করে গেছেন। তিনি রাস্তা-ঘাট, মসজিদ-মন্দির, ব্রিজ-কালভার্ট ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেন। শওকত আলী তাঁর বিজয়ের মঞ্চে সরকারের পাশাপাশি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান করার ঘোষণা দেন, যা পরিবর্তীতে নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি নাম দিয়ে কাজ করেন।

অসম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী:

শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ছিলেন প্রবল, মুক্তিযুদ্ধের পর তিনি নারী শিক্ষার জন্য স্থাপন করেছিলেন নড়িয়া গালর্স হাই স্কুল পরে নড়িয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

কর্ণেল শওকত আলী শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় অনেকগুলো প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এ ছাড়াও এলাকায় প্রতিষ্ঠা করেন কয়েকটি মসজিদ, মাদ্রাসা এবং মন্দির। তিনি ছিলেন সাংস্কৃতিকমনা। এলাকায় সাংস্কৃতিক চর্চাকে ধরে রাখার জন্য অসংখ্য লাইব্রেরি এবং গানের ও খেলাধুলার ক্লাব গড়ে তুলেন।

বঙ্গবন্ধু পরিষদের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং এই সংগঠনের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য ছিলেন। ১৯৭৫ সালের পরবর্তী পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জনগণ যখন বঙ্গবন্ধুর নাম এবং জয়বাংলা বলতে ভয় পেত, তখন তিনি সাহসের সঙ্গে ১৯৭৮ সালের ২৬শে আগস্ট মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদ গঠন করেন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই সংগঠনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। তখন কুশল বিনিময়ের সময় সালাম দেওয়ার সাথে সাথে 'জয় বাংলা' সম্বোধন প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে কাজ করেন। তিনি বাংলাদেশে প্রতিটি জেলায় এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ এবং চেতনাকে জীবিত রাখার ক্ষেত্রে অপরিসীম অবদান রাখেন। তিনি রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এবং বাংলা একাডেমির জীবন সদস্য ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি আঞ্জু মনোয়ারা মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন কর্তৃক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্বর্ণপদক পেয়েছেন। দেশের প্রতি তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি মাদার তেরেসা রিসার্চ কাউন্সিল কর্তৃক মাদার তেরেসা গোল্ডমেডেল লাভ করেন। দারিদ্র দূরীকরণে অবদানের জন্য তাঁকে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন কর্তৃক আজীবন সম্মাননা প্রদান করা হয়।

লেখক হিসাবে পরিচিতি:

তিনি আগরতলা মামলার ওপর বাংলায় "সত্য মামলা আগরতলা" এবং ইংরেজিতে "আর্মড কোয়েস্ট ফর ইনডিপেন্ডেস্" শিরোনামে দুটো বই এবং কারাজীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে "কারাগারের ডায়েরী", "বাঙালীর মুক্তিসংগ্রাম ও আমার কিছু কথা" এবং "গণপরিষদ থেকে জাতীয় সংসদ" গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর শখ ছিল বই পড়া, লেখা, গান শোনা এবং খেলা দেখা।

পারিবারিক জীবনঃ

কর্ণেল শওকত আলী দুই পুত্র ও এক কন্যার জনক। তাঁর সহধর্মিনী মুক্তিযোদ্ধা মাজেদা শওকত আলী নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা) এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং একজন সমাজকর্মী ও নারীনেত্রী। তিনি নড়িয়া-সখিপুর তথা শরিয়তপুরে নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য ২০১৭ সালে রোকেয়া পদক প্রাপ্ত হন। বড় ছেলে ফিরোজ শওকত আলী একজন নাবিক, তিনি বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় কর্মরত, তার স্ত্রী নুরুন্নাহার নীহারিকা চাকুরীজীবি। ছোট ছেলে ডা. খালেদ শওকত আলী পেশায় চিকিৎসক (ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ), প্রেসিডিয়াম মেম্বার, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ। তার স্ত্রী ডাঃ তানিয়া খালেদ আলী একজন চিকিৎসক (স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ)। মেয়ে মেরিনা শওকত আলী আইন বিষয়ে পড়াশুনা শেষ করে ইউএনডিপিতে কর্মরত; তার স্বামী ইউসেফ আলী একজন ব্যবসায়ী। কর্ণেল শওকত আলীর চার নাতি-নাতনী: ব্যারিস্টার উদয় শওকত আলী, হৃদয় শওকত আলী, সামিহা আলী নিলয়া ও আরিয়ান আলী।

বীর মুক্তিযোদ্ধা মাজেদা শওকত আলী'র আত্মজীবনী

পরিচিতি ঃ

বীর মুক্তিযোদ্ধা মাজেদা শওকত আলী ১৯৪৭ সালের ৯ জুলাই শরীয়তপুর জেলার নড়িয়াতে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন। তার পিতা: আব্দুল ওয়াহেদ বেপারী ও মাতা: সালমা ওয়াহেদ। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় অনার্স মাস্টার্স পাশ করেন। তার স্বামী প্রয়াত জাতীয় বীর, বীর মুক্তিযোদ্ধা ,নবম সংসদের মাননীয় ডেপুটি স্পীকার 'কর্নেল শওকত আলী'।

প্রেক্ষাপট ঃ

প্রথম সন্তানের ছয় মাস বয়সের সময় স্বামী ক্যাপ্টেন শওকত আলী সাহেব ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তখন শুরু হয় অনিশ্চিত জীবন। পাক-ভারত যুদ্ধ শেষে শওকত আলী সাহেবের কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে পোষ্টিং হয়। কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থাকা অবস্থায় শওকত আলী সাহেব পশ্চিম পাকিস্তান হতে কি ভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করা যায় এই চিন্তা থেকে একটি বিপ্লবী সংগঠনের সাথে জড়িয়ে পড়েন।

তিনি মাজেদা শওকত আলীকে তার এই পরিকল্পনার কথা অবহিত করেন এবং আরো বলেন এই পরিকল্পনা যদি ফাঁস হয়ে যায় তাহলে শাস্তি হবে মৃত্যুদন্ড। মাজেদা শওকত আলী এই দুঃসহ জীবনকে আলিঙ্গন করার জন্য নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করেন। ১৯৬৭ সালের প্রথম দিকে শওকত আলী সাহেবের করাচীর ক্যান্টনমেন্টে পোষ্টিং হয়। করাচীতে ১৯৬৭ সনের শেষের দিকে তাদের এই পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যায়। ক্যাপ্টেন শওকত আলী সাহেব ১৯৬৮ সনের ১০ জানুয়ারী ঐতিহাসিক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হিসাবে 'মালির ক্যান্টনমেন্ট' থেকে বন্দী হয়ে যায়। রেখে যান ছোট ছোট দুটি অবুঝ সন্তানসহ স্ত্রী মাজেদা শওকত আলীকে, বলে গেলেন এই তার শেষ দেখা, আর হয়তো কোন দিন ফিরবেন না। দুটি অবুঝ সন্তান বুকে নিয়ে সংগ্রামী মাজেদার জীবন শুরু হয়।

পাকিস্তান থেকে সন্তানদের নিয়ে মাজেদা ফিরে আসে পূর্ব পাকিস্তানে। ৬ মাস পর্যন্ত তার স্বামীর কোন খোজ খবর ছিল না। স্বামী বেঁচে আছে নাকি মরে গেছেন তাও তিনি জানতেন না। ৬ মাস পর ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে বিশেষ ট্রাইবুনালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ক্যাপ্টেন শওকত আলীসহ ৩৫ জনের বিচার শুরু হয় ১৯ জুন ১৯৬৮ সনে। মাজেদা শওকত তার স্বামীর মুক্তির জন্য দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেন। অংশ নেন ৬৯ সনের গণ আন্দোলনে। মাজেদা শওকতসহ তার সন্তানদের থাকার কোন ব্যবস্থা ছিল না, ছিল আর্থিক অনটন, মানুষের অবহেলা। মাজেদা শওকত এই প্রতিকূল অবস্থায় কারো কাছে মাথা নত না করে সাহসিকতার সাথে এই দুঃসহ জীবনের মোকাবেলা করেন। নিজে চাকুরী করে সংসার এবং প্রতিকুল পরিবেশ সামাল দিতে থাকেন।

১৯৬৯ সনের ২২ ফেব্রুয়ারী গণ আন্দোলনের মুখে বঙ্গবন্ধুসহ শওকত আলী সাহেব মুক্তি পান। মাজেদা শওকত বিশ্বাস করেন বঙ্গবন্ধু ঐ মামলায় জড়িত না থাকলে শওকত আলী সাহেব মুক্তি পেতেন না। মামলা চলাকালীন অবস্থায় মাজেদা শওকত বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্য ও স্নেহ লাভ করেন। মুক্তি পাওয়ার পর শওকত আলী সাহেব যশোহর একটি জুট মিলে চাকুরী নেন। ১৯৭১ এর ২৭ শে মার্চ পর্যন্ত ওখানে ছিলেন।

বর্বর পশ্চিমা হানাদার বাহিনী ঢাকাসহ সারাদেশে তাদের নীলনকশা অনুযায়ী মানুষ হত্যার তান্ডবলিলা চালালে ১৯৭১ সনের ২৭ মার্চ মাজেদা শওকত তার ছেলে-মেয়েসহ পাকিস্তানীদের হাতে বন্দী হয়ে যান। তার স্বামীকে না পেয়ে পাকিস্তানীরা তাদের গৃহবন্দী করেন। মাজেদা শওকত কৌশলে ওখান থেকে পালাতে সক্ষম হন এবং নৌকায় করে নড়িয়ার বাঁশতলা গ্রামে চলে আসেন। চাকরিচ্যুত ক্যাপ্টেন শওকত আলী সাহেব ২৬ মার্চ যশোর থেকে পালিয়ে ভারতের আগরতলায় বাঙ্গালীদের মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ প্রদানের দায়িত্ব নিয়ে চলে যান।

অভিজ্ঞতা ঃ

যশোর থেকে নড়িয়া ফিরে দুই মাস মাজেদা শওকত বাচ্চাদেরসহ মানুষের বাড়ি বাড়ি আত্মগোপন করেছিলেন। ১৯৭১ সনের জুন মাসে বাচ্চাদেরসহ অন্যের সহযোগীতায় ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় সেক্টর-২ তে যেতে সক্ষম হন। শওকত আলী সাহেব ২ নং সেক্টরে সাব সেক্টর কমান্ডার ছিলেন। মাজেদা শওকত মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন, সহযোগিতা করেন ঘর ছাড়া অনেক মুক্তিযোদ্ধাদের। মুক্তিযুদ্ধ

চলাকালীন ২নং সেক্টরের কমান্ডার খালেদ মোশারফের নের্তৃত্বে সাবসেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন শওকত আলী মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলার মুক্তিকামী যুবকদের সংগঠিত করে প্রশিক্ষণে প্রেরণ ও সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ কাজে নিয়োজিত হন। পাশে সহ অবস্থানে থাকা মাজেদা শওকত আলী সহযোগিতা করতে থাকেন। নারীদের আত্মসম্ভ্রম ও মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতাই মাজেদা শওকত আলীকে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে আসে। মাঝে মধ্যে স্বামী যখন অস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জাম সংগ্রহণে আসাম/ত্রিপুরা ও ক্যান্টনমেন্ট যেতেন তখন মাজেদা শওকত আলী তার দায়িত্ব পালন করতেন।এভাবে দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে শরীয়তপুর ও মাদারীপুর শত্রুমুক্ত করা হয় এবং সম্মিলিত মুক্তি-সংগ্রামের ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিজিত হয়।

স্মৃতিচারণা ঃ

১৯৭১ এর ২৫ শে মার্চ রাত ১১.৩০ টার সময় পাকিস্তানিরা 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে বাংলাদেশী মুক্তিকামী মানুষদের নৃসংশ হত্যাকান্ডের মাধ্যমে বাধ্য করার অপকৌশল প্রয়োগ শুরু করে ঢাকাসহ গোটাদেশকে ভীতসন্ত্রস্ত করার জন্য তান্ডবলিলা চালায়।মেজর জেনারেল খাদিম হোসাইন রাজার নের্তৃত্বে ঢাকার বাইরে ১০৭ তম পদাতিক বাহিনী যশোর ক্যান্টেনমেন্ট থেকে যশোর জুটমিলে অপারেশন চালায়।বুদ্ধিদীপ্ত চৌকোশ ব্যাক্তিত্ব জনাব শওকত আলী টের পেয়ে আত্মগোপন করে ভারতের আগরতলা চলে যান কিন্তু মাজেদা শওকত তার সন্তানসহ ধরা পড়েন আর্মির হাতে।

সে এক লোমহর্ষক পরিস্থিতি। ছোট সন্তানদের সামনে মাজেদা শওকত কে চার্জ করতে থাকে। শওকত কোথায়? বলতে হবে নইলে বন্দুকের গুলিতে হত্যা করা হবে সবাইকে এমন উত্তেজিত কথার ঝলকানিতে সত্যি মাজেদা শওকত হতবিহবল হয়ে পড়েন। বললেও বিশ্বাস করেন না শওকত আলী কোথায় আছেন! ছোট সন্তানদের একেক বার গলা ধরে উচুতে উঠায় এবং মাটিতে আছাড় মারে তার উপর ক্ষেপে আর্মিরা মাথায় বন্দুক চেপে গুলি করার ভয়ংকর রুপ দেখায়। এরকম বিভীষিকা পরিস্থিতিতে সত্যি তিনি ঘাবরিয়ে গিয়েছিলেন কিন্ত সন্তানের কথা চিন্তা করে বার বার মিনতি করতে থাকেন যে, তিনি জানেন না এবং তাকে ফেলে রেখে শওকত সাহেব কোথায় আছেন তাও তিনি বলে যাননি।

কি যেন ভেবে ৮/১০ জন আর্মি ঘর থেকে বের হয়ে যান এবং বলে যান শওকত আসলে আর্মিদের যেন খবর দেন। এরপরও আর্মিও গাড়ি কিছুক্ষণ পর পর তার বাসার পাশের রাস্তাদিয়ে টহল দিতে থাকে, যেন পাইলেই শওকত আলীকে ধরে নিয়ে যাবে।এই পরিস্থিতি এবং যন্ত্রণা থেকে বাচাঁর জন্য ২৭ মার্চ রাতে নৌকা যোগে পালিয়ে বিভিন্ন ঘাট বদল করে নড়িয়া চলে আসেন মাজেদা শওকত আলী। ঐ দিনের কথা মনে পড়লে আজও গা শিউরে উঠে। আল্লাহ অশেষ রহমতে আজও বেচেঁ আছেন তিনি।

স্বাধীন বাংলাদেশের জীবন ঃ

১৬ ডিসেম্বর বিজয় লাভের পর বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে শওকত আলী সাহেবকে আর্মিতে পুনরায় যোগ দিতে হয়। ১৯৭২ সনের ২৬ অক্টোবর তাদের একটি কন্যা সন্তান জন্ম নেয়। শওকত আলী সাহেব সদ্য স্বাধীন যুদ্ধ বিধস্ত দেশ গড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

১৯৭৫ সালের ১৫ ই আগষ্ট জাতীর জনক বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর আবার রাষ্ট্রীয় রোশানলে পড়েন। পরে তৎকালীন সরকার শওকত আলীকে চাকুরীচ্যুত করেন এবং সেনানিবাসের বাড়ী থেকে তাদের চলে যেতে হয়। আবার অনিশ্চয়তার পথ শুরু হয় মাজেদা শওকতের জীবনে। চাকুরী নেই, বাসা বাড়ী নেই, আছে একরাশ হতাশা, এই পরিবারটি আর্থিক সংকটে পড়েন কিন্তু মাজেদা শওকত আলী জীবন জীবিকার তাগিদে একটি বেসরকারী সংস্থায় চাকুরী নেন। মাজেদা শওকত আলী'র তখন দুই সন্তান লেখা পড়া শুরু করেছে।

মাজেদার পরামর্শে শওকত আলী সাহেব বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ,তার নীতি ও আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য বঙ্গবন্ধুর গড়া আওয়ামী লীগে যোগ দেন। তার রাজনীতি জীবনের শুরু হয়। ১৯৭৯ সনের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শরীয়তপুর-২ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর প্রতিপক্ষ তার বিরুদ্ধে মিথ্যা খুনের মামলা চাপিয়ে দেয়।

স্বৈরাচারী এরশাদ সরকার শওকত আলীকে আর্মি মার্শাল-ল-কোর্টে বিচার করে। লক্ষ্য ছিল ফাঁসি দেওয়ার। একদিকে মামলা পরিচালনা করা অন্য দিকে ছেলে-মেয়েদের লেখা-পড়া। প্রতিকুল অবস্থার মধ্যেও মাজেদা শওকত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এমএ ডিগ্রী নেন। সব রকম লোভ-লালসার উর্দ্ধে থেকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ কে ধারন করে মাজেদা শওকত তার স্বামী শওকত আলী সাহেবের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সহযোগীতা করেছেন। মাজেদা শওকত আলী তার স্বামীর পাশে থেকে দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনকে আরও বেগমান করতে উৎসাহ দিয়ে আসছিলেন।

রাজনৈতিক ভাবে হয়রানী করার জন্য কর্ণেল শওকত আলীকে একটি মিথ্যা হত্যা মামল দিয়ে আবার জেলে পাঠান এবং ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যার জন্য ট্রাইবুনাল গঠন করেন। একদিকে স্বামী জেলে এবং প্রহসনমুলক বিচারে যে কোন সময় ফাঁসির রায় অন্যদিকে দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে সবাই লেখাপড়া করেন। এমতাবস্থায় চাকুরী থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে সংসার ছেলে মেয়ের লেখ-পড়া এবং মামলা চালানো অত্যান্ত দুরুহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। মাজেদা শওকত আলী ছোট বেলা থেকেই অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তার পরিশ্রম ও ধৈর্য্য দিয়ে সমস্ত পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে শিখেছিলেন। তার এই দৃঢ় চেতনার কারনেই প্রথম সন্তান মেরিন ইঞ্জিনিয়ার, দ্বিতীয় সন্তান এমবিবিএস ডাক্তার এবং একমাত্র মেয়েও উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পেরেছেন।

মাজেদা শওকত আলীর স্বামী-কর্ণেল (অবঃ) শওকত আলী বাংলাদেশের ৯ম মহান জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পীকার হন। তিনি পাঁচ বার শরীয়তপুর-২ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৭৯ সালে জাতীয় নির্বাচনের পর কর্ণেল (অবঃ) শওকত আলী নড়িয়ার পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠন করেন নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা) নামে একটি বেসরকারী এনজিও যা বর্তমান শরীয়তপুর জেলাসহ সারা দেশে নুসা নামে পরিচিত।

দারিদ্র বিমোচন সহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা খাতে ব্যাপক অবদান রাখার কারনে সংস্থার সুনাম উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই নুসা'কে সার্বিক বুদ্ধি দিয়ে, পরিশ্রম করে এলাকার পিছিয়ে পড়া মহিলাদের নিয়ে কাজ করে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য কাজ করেন মাজেদা। দীর্ঘ প্রায় ১২ (বার) বছর সরাসরি নির্বাহী পরিচালক হিসাবে সম্পৃক্ত থেকে জেলার গরীব, দুঃখী, নির্যাতিত অবহেলিত মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য নিবিড়ভাবে কাজ করে যে সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রেখেছেন তার স্বরূপ ২০০৯ খৃষ্টাব্দে ৩ (তিন) টি জাতীয়সহ অনেকপুরস্কার পেয়েছেন।

একনজরে ‘নুসা’

নুসা পরিচিতি

প্রেক্ষাপট:

১৯৭৯ সালে কর্ণেল (অবঃ) শওকত আলী প্রথম বার জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পরে নড়িয়া বি.এল উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে বিজয় মঞ্চ থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠির উন্নয়নের জন্য অলাভজনক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে **“নড়িয়া উপজেলা বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা**’র নাম ঘোষণা করেন। পরবর্তীকালে এ নামটি পরিবর্তিত হয়ে ‘নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা)’ অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত নাম ‘নুসা’ হয়।

ভিশন:

নুসা প্রত্যাশা করে সকলের জন্য সমান সুযোগ বিদ্যমান এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা।

মিশন:

নুসা'র লক্ষ্য প্রান্তিক জনগোষ্টির অধিকার অর্জনে তাদের সক্ষমতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

মূল্যবোধ:

» সুশাসন
» মানবাধিকার সমুন্নত করা
» জেন্ডার সাম্যতা
» সক্রিয় অংশগ্রহণ

উদ্দেশ্য:

১. সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠির অধিকার ও প্রবেশগম্যতা প্রতিষ্ঠা করা।

২. টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন করা।

৩. সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের জন্য জনগণের স্বাস্থ্য ও পুষ্টিমান উন্নয়ন করা।

৪. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট পরিবেশে নিজেদেরকে মানিয়ে নেয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৫. মানসম্মত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে নুসা'র ব্যবস্থাপনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও মধ্যম পর্যায়ের সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি বৃদ্ধি করা।

কার্যক্রম

পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির দারিদ্র বিমোচন ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে সংস্থার কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে বহুমুখী সেবা প্রদানের মাধ্যমে ধীরে ধীরে এর কর্ম-পরিধি বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিগত বছরগুলোতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে মানুষের জীবনযাত্রা পুনঃগঠনসহ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পরবর্তী পরিস্থিতিতে অভিযোজন সংক্রান্ত বিষয়ে কাজ করার মাধ্যমে এর কাজের পরিসর আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাছাড়া স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, আইনগত সহায়তা, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিসহ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি জোরদার করার লক্ষ্যে এর কর্ম এলাকায় বিভিন্ন কর্মসুচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমানে নুসা'র ৪০ টি শাখার মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া ক্ষুদ্রউদ্যোক্তা তৈরীর মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির একটি অংশকে মধ্যম আয়ের জনগোষ্ঠিতে পরিনত করার উদ্যোগী ঋণ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত বিভিন্ন খাতে প্রায় ২৯২.৬৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরন করে প্রায় ৪৫.৬ হাজার পরিবারের কর্ম সংস্থান সৃষ্টিতে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। তাছাড়া ঋণ বিতরনের পাশাপাশি তাদের বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমুলক প্রশিক্ষণ ও উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরনে কারিগরি সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে তাদের সক্রিয় অংশীদারিত্ব তৈরী করা হয়েছে। বেকার যুবক যুবতীদের আত্মকর্ম সংস্থানের জন্য দীর্ঘমেয়াদি কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করার মত একটি মহৎ কাজ চলমান রয়েছে। যার ফলে এ পর্যন্ত ১০০১ জন বেকার যুবক যুবতী বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ শেষ করে নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করছে। এদের মধ্যে সর্বমোট ৬৬২ জন বিভিন্নভাবে আত্মকর্ম সংস্থানের সুযোগ পেয়ে স্ব স্ব ক্ষেত্রে আয়-রোজগার করে পরিবারের স্বচ্ছলতা এনেছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে তাদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। তাছাড়া সংস্থাকে প্রতিবন্ধী বান্ধব করার লক্ষ্যে সংস্থার মানবসম্পদ নীতিমালায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ সুযোগ রাখা হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালনাসহ সংস্থার নারীদের জন্য নারী বান্ধব কর্মপরিবেশ তৈরী করা হয়েছে।

এছাড়া সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের আওতায় ভিক্ষুক পূনর্বাসন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়ক উপকরণ প্রদান, বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন বিতরণ, গরীব মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদানসহ বহুবিধকার্যক্রম বাস্তবায়ন করে জনগনের দোরগোড়ায় সেবা পৌছে দিচ্ছে। মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের সহযোগিতায় 'ভিডব্লিউবি' সুবিধাপ্রাপ্ত মহিলাদের জন্য রয়েছে বিভিন্ন জীবন দক্ষতা ও আয়বৃদ্ধিমুলক প্রশিক্ষণ এবং সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে প্রাপ্ত স্বল্প অনুদানের দ্বারা বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমুলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে। যেমন এবছর ১৭ জন নদী ভাঙ্গা দরিদ্র পরিবারকে সেমিপাকা ল্যাট্রিন প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া সরকারী মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প ৬৪ জেলা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে নুসা জাজিরা উপজেলার ২০৪০০ জন নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষরতা জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেছে।

নুসা'র সামগ্রীক কর্ম এলাকার বিবরণ

০১. শরীয়তপুর
০২. মাদারীপুর
০৩. চাঁদপুর
০৪. বরিশাল
০৫. মুন্সীগঞ্জ
০৬. ফরিদপুর

জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন সংখ্যা	পৌরসভার সংখ্যা	গ্রামের সংখ্যা
শরীয়তপুর	নড়িয়া	১৩	০১	৮২
	জাজিরা	১২	০১	৭০
	শরীয়তপুর সদর	১১	০১	৬০
	ভেদরগঞ্জ	১৩	০১	৮০
	ডামুড্যা	০৭	০১	৫২
	গোসাইরহাট	০৭	০১	৬৫
মাদারীপুর	মাদারীপুর সদর	০৭	০১	৪১
	শিবচর	১২	০১	৪৫
	কালকিনী	০৯	০১	৪৩
	রাজৈর	০৮	০১	৩২
মুন্সীগঞ্জ	টঙ্গীবাড়ি	০৮	০১	৩৫
চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর	০২	০	২২
	হাইমচর	০২	০	১৮
	মতলব উত্তর	০৩	০	২৯
বরিশাল	গৌরনদী	০৩	০	২৩
	হিজলা	০৫	০১	২২
	মুলাদী	০৬	০১	২৪
ফরিদপুর	ভাঙ্গা	০৫	০	২৭
	সদরপুর	০২	০	১২
জেলা ০৬ টি	১৯ টি	১৩৫ টি	১৩ টি	৭৮২

সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো

NUSA

উপদেষ্টা পর্ষদ
০৫ জন উপদেষ্টা নিয়ে গঠিত

পরিচালনা পর্ষদ
১০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত

সাধারণ পর্ষদ
৩১ জন সদস্য নিয়ে গঠিত

কর্মকর্তা ও কর্মচারী
১১৬৫ জন ।

নুসা উপদেষ্টা পর্ষদ

উপদেষ্টা পর্ষদঃ

সংস্থায় সময়োপযোগী পরামর্শ দিয়ে সফল বাস্তবায়নের জন্য পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পর্ষদ রয়েছে। তাঁরা নুসা সাধারণ পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত। নুসা'র প্রতিষ্ঠাতা মরহুম কর্ণেল (অব:) শওকত আলী উক্ত উপদেষ্টা পর্ষদের প্রধান উপদেষ্টা রয়েছেন তবে তার পদটি শূন্য থাকবে। এখন থেকে কার্যকরী উপদেষ্টা হিসবে ডা. খালেদ শওকত আলী দায়িত্ব পালন করছেন । তার সঙ্গে আরও ৪ জন উপদেষ্টা রয়েছেন। তাঁরা যথাক্রমে জনাব ফিরোজ শওকত আলী, জনাব গিয়াসউদ্দীন সরদার, মিজ আকিমন নেছা ও ডাঃ জগদীশ চন্দ্র মন্ডল।

ডাঃ খালেদ শওকত আলী
কার্যকরি উপদেষ্টা

ফিরোজ শওকত আলী
উপদেষ্টা

ডাঃ জগদীশ চন্দ্র মন্ডল
উপদেষ্টা

আকিমন নেছা
উপদেষ্টা

গিয়াসুদ্দীন সরদার
উপদেষ্টা

নুসা পরিচালনা পর্ষদ ২০২১-২০২৩

পরিচালনা পর্ষদঃ

সংস্থার সঠিক নিয়ন্ত্রণ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অনুমোদন, ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম তদারকি করার জন্য নুসা'র একটি ১০ সদস্যবিশিষ্ট শক্তিশালী পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে। উক্ত পর্ষদে ৩ জন নারী সদস্য রয়েছেন। পরিচালনা পর্ষদ সাধারণ পর্ষদ কর্তৃক মনোনীত হয়ে থাকেন। উক্ত পর্ষদ একজনচেয়ারম্যান, একজন ভাইস-চেয়ারম্যান, একজন কোষাধ্যক্ষ ও ৬ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। পরিচালনা পর্ষদ সংস্থাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করে থাকেন।নুসা'র চেয়ারম্যান জনাব এ্যাডভোকেট ফিরোজ আহমেদ । পরিচালনা পর্ষদ বছরে অন্তত ৪-৫ টি সভা করে সকল বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন।

পরিচালনা পর্ষদ ও সাধারণ পর্ষদের সভার বিবরণঃ এপর্যন্ত নুসা পরিচালনা পর্ষদ সভা করেছে সর্বমোট -২২২টি। জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত সভা হয়েছে- ০৬ টি। এযাবৎ বার্ষিক সাধারণ সভা হয়েছে- ৪০ টি।

এ্যাডভোকেট ফিরোজ আহমেদ
চেয়ারম্যান

ডাঃ তানিনা খালেদ আলী
ভাইস-চেয়ারম্যান

সুধীর কুমার সেন
নির্বাহী সদস্য

আব্দুল হাফিজ বেপারী
নির্বাহী সদস্য

বীর মুক্তিযোদ্ধা
বিএম জাহেদ আলী বেপারী
নির্বাহী সদস্য

ইউসুফ আলী জোজো
নির্বাহী সদস্য

আঃ রহমান ঢালী
নির্বাহী সদস্য

মিজ খাদিজা বেগম
নির্বাহী সদস্য

মোঃ আব্দুল লতিফ
নির্বাহী সদস্য

বীর মুক্তিযোদ্ধা
মাজেদা শওকত আলী
সদস্য সচিব

সাধারণ পর্ষদঃ

৩১ সদস্যবিশিষ্ট সংস্থার একটি সাধারণ পর্ষদ রয়েছে। সাধারণ পর্ষদের সদস্যগণ সমাজের বিভিন্ন পেশা, শ্রেণী ও এলাকা থেকে নির্বাচিত হন। সংস্থার নীতি প্রণয়নে পরামর্শ ও বাজেট পাশ, সংস্থার বার্ষিক অডিট পরিচালনা ও অডিট রিপোর্ট পর্যালোচনা ও পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচন করার মত গুরত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকে সাধারণ পর্ষদ। বার্ষিক সাধারণ সভার মাধ্যমে সদস্যগণ উপস্থিত হয়ে থাকেন। নুসা'র সাধারণ পর্ষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার প্রায় শতভাগ।

কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বিবরণ ২০২০-২০২১

	সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট	মিড লেভেল ম্যানেজমেন্ট	জুনিয়র ম্যানেজমেন্ট	সাপোর্টিং স্টাফ	সর্বমোট
পুরুষ	০৬	৫৬	১৪২	৫৫	২৫৯
মহিলা	০১	০৫	১১৬	৭৮৭	৯০৬
মোট	০৭	৬১	২৫৫	৮৪২	১১৬৫

নুসা অর্গানোগ্রাম (২০২১-২০২২)

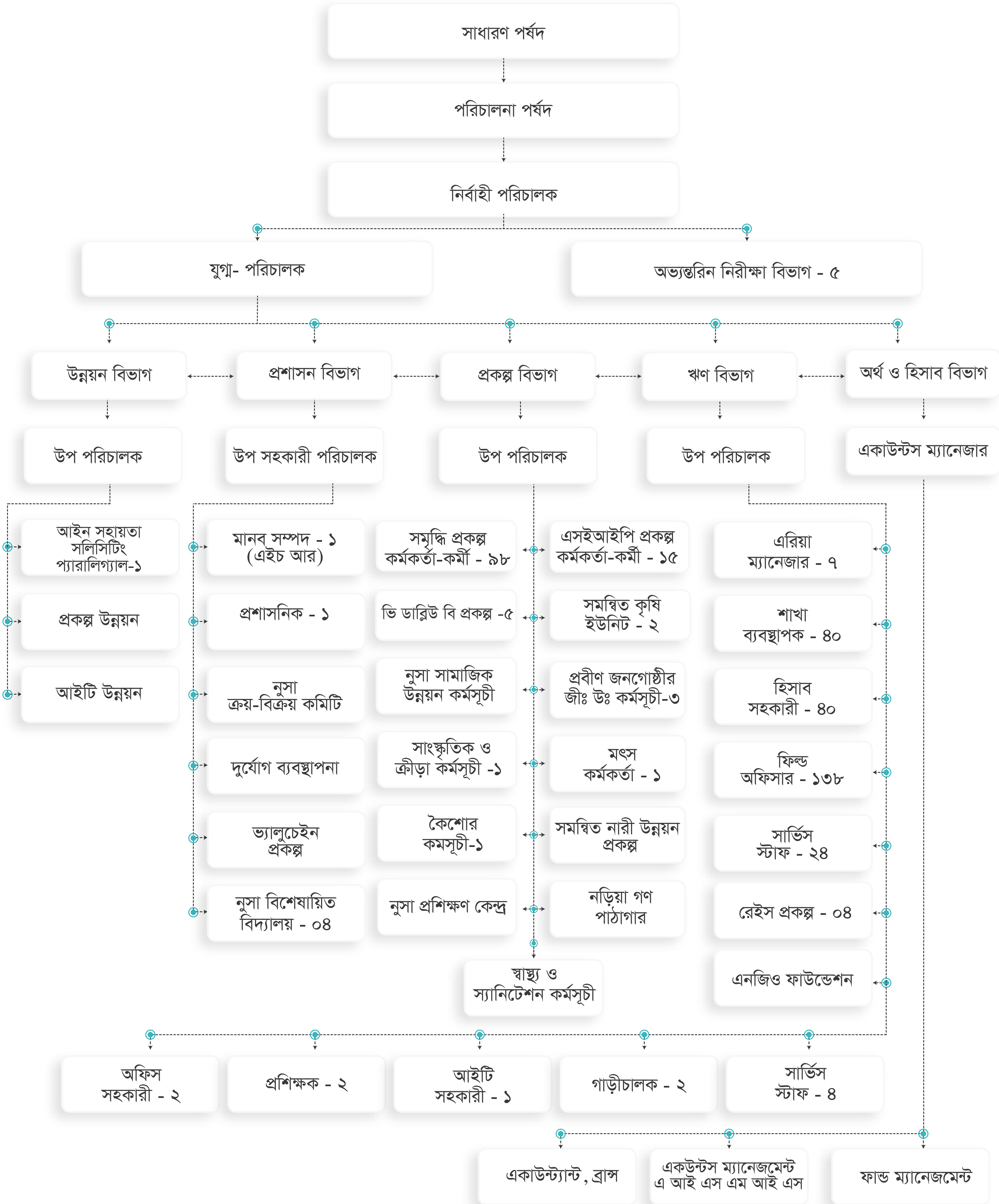

ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাবৃন্দ

নুসা ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাবৃন্দ ২০২১-২০২২

মাজেদা শওকত আলী
নির্বাহী পরিচালক

জয়দেব চন্দ্র কুন্ডু
যুগ্ম-পরিচালক

মো: জাহাঙ্গীর হোসেন
উপ-পরিচালক

মো: কবির হোসেন
উপ-পরিচালক

আমিনুল হক মিন্টু
উপ-পরিচালক

উদয় শওকত আলী
উপ-পরিচালক

মো:ফারুক হোসেন
উর্ধতন সমন্বয়কারী (অডিট চীফ)

মো: শাহ আলম
প্রধান অর্থ ও হিসাব

মোঃ ফকর উদ্দিন
উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মকর্তা

এস এম মিজানুর রহমান
এরিয়া ম্যানেজার

আমির হোসেন আমু
এরিয়া ম্যানেজার

অমৃতলাল দাস
এরিয়া ম্যানেজার

মো: নুর মোহাম্মদ
এরিয়া ম্যানেজার

এইচ এম মোসলেম উদ্দীন
উপ-সমন্বয়কারী নিরীক্ষা

মো: ইউনুচ আলী
উপ-সমন্বয়কারী (অর্থ ও হিসাব)

আছিয়া খাতুন রুমা
উপ-সমন্বয়কারী, প্রশিক্ষণ

কুদ্দুছ আলি
এরিয়া ম্যানেজার

মারুফ হাসান তারেক
এরিয়া ম্যানেজার

এস.এম তৌছিলুর রহমান
এরিয়া ম্যানেজার

মোঃ একাব্বর হোসেন খান
সমন্বয়কারী-নুসা রেইজ প্রকল্প

মোঃ নুরুজ্জামান
প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা

মো: খলিলুর রহমান
শাখা ব্যবস্থাপক

শাহজালাল কবিরাজ
শাখা ব্যবস্থাপক

মো: আবুল খায়ের
শাখা ব্যবস্থাপক

শহীদুল ইসলাম ছাত্তার
শাখা ব্যবস্থাপক

সঞ্জয় বৈদ্য
শাখা ব্যবস্থাপক

মো: শহিদুর রহমান
শাখা ব্যবস্থাপক

বিশ্বজিৎ মন্ডল
শাখা ব্যবস্থাপক

লিটন
শাখা ব্যবস্থাপক

দিপক মন্ডল
শাখা ব্যবস্থাপক

মো: তাজুল ইসলাম
শাখা ব্যবস্থাপক

তপন চন্দ্র দাস
অডিটর

মোঃ মাসুদ হোসেন
অডিটর

মো: মজিবুর রহমান
শাখা ব্যবস্থাপক

খলিলুর রহমান
শাখা ব্যবস্থাপক

এইচ এম কামরুল ইসলাম
অডিটর

মোঃ ইমরান হোসেন
শাখা ব্যবস্থাপক

প্রশান্ত কুমার মন্ডল
শাখা ব্যবস্থাপক

প্রশান্ত মধু
শাখা ব্যবস্থাপক

মোস্তফা কামাল
শাখা ব্যবস্থাপক

আব্দুল আজিজ
শাখা ব্যবস্থাপক

মোহাম্মদ শাহিন
শাখা ব্যবস্থাপক

এসএম ইকবাল হোসেন
শাখা ব্যবস্থাপক

আল-ইসলাম
শাখা ব্যবস্থাপক

মোঃ নাজমুল হোসেন
শাখা ব্যবস্থাপক

সাজ্জাত হোসেন
শাখা ব্যবস্থাপক

মিজানুর রহমান রানা
শাখা ব্যবস্থাপক

মোঃ মান্না হাসান
শাখা ব্যবস্থাপক

মোঃ আকতার হোসেন
শাখা ব্যবস্থাপক

মোঃ জসিম
শাখা ব্যবস্থাপক

কমল বিশ্বাস
শাখা ব্যবস্থাপক

মোঃ রেজাউল করিম
শাখা ব্যবস্থাপক

শফিকুল ইসলাম সবুজ
শাখা ব্যবস্থাপক

মোঃ মনির হোসেন
শাখা ব্যবস্থাপক

মোঃ মিজানুর রহমান
শাখা ব্যবস্থাপক

মোঃ রফিকুল ইসলাম
শাখা ব্যবস্থাপক

রিয়াজুল ইসলাম
শাখা ব্যবস্থাপক

মো: শফিউল ইসলাম
শাখা ব্যবস্থাপক

দেলোয়ার হোসেন
শাখা ব্যবস্থাপক

মোঃ আবদুল্লাহ আল মামুন
শাখা ব্যবস্থাপক

শওকত হোসেন
শাখা ব্যবস্থাপক

বাবুল কুমার দাস
শাখা ব্যবস্থাপক

মোঃ আসলাম
শাখা ব্যবস্থাপক

খোরশেদ আলম
সমৃদ্ধি কর্মসূচী সমন্বয়কারী

আলমগীর হোসেন
সমৃদ্ধি কর্মসূচী সমন্বয়কারী

দাদন মিয়া
সহকারী হিসাবরক্ষক

শাহাদাৎ হোসেন শাওন
মানব সম্পদ বিভাগ ও প্রশাসন সহকারী

সাইদ মাহমুদ
সহকারী হিসাবরক্ষক

ফাহিমা ইসলাম সাথী
সহকারী হিসাবরক্ষক

এমদাদুল হক
আই টি সুপারভাইজার

উজ্জ্বল মকদম
আইনসহায়তাকারী

শিল্পী আক্তার
কর্মসূচী সংগঠক, প্রবীন

শহীদ খান
কর্মসূচী সংগঠক

আনোয়ারা খাতুন
প্রধান শিক্ষিকা

আব্দুস সালাম মৃধা
প্রকল্প ব্যবস্থাপক (ভিজিডি)

মানব সম্পদ ও প্রশাসন

সংস্থার প্রশাসন ও মানব সম্পদ বিভাগঃ

নুসা'র পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত ও পরামর্শক্রমে মানব সম্পদ পরিচালনা হয়ে থাকে। নির্বাহী পরিচালক পরিচালনা পর্ষদ ও কর্মকর্তা-কর্মীদের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসাবে কাজ করে থাকেন। সকল কর্মকান্ড সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য নুসা'র ৭ জন সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট স্টাফ, ৬১ জন মিড লেভেল ম্যানেজমেন্ট স্টাফ, ২৫৫ জন মাঠ পর্যায়ের স্টাফ এবং ৯০৬ জন সাপোর্ট স্টাফ নিয়োজিত রয়েছেন।একটি সংস্থার উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা / কর্মচারীদের প্রশাসনিক ও পেশাভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন, নিয়োগ বদলী, পদোন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক স্থাপন, প্রতিস্থাপন, দায়িত্ব বন্টন, মূল্যায়ন ও সুবিধাদি প্রদান, শাস্তির বিধান ইত্যাদি কাজ করে থাকে এই বিভাগ। প্রশাসনিক বিভাগের কার্যক্রম যেমন নতুন অফিস স্থাপন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, যানবাহন ও মালামাল ক্রয়/বিক্রয় ইত্যাদি কাজ করেন।

জুন ৩০, ২০২২ খ্রীঃ পর্যন্ত নুসা'য় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ১১৬৫ জন। এর মধ্যে ৩০৩ জন নিয়মিত কর্মী ও ৮৬২ জন প্রকল্প কর্মী ও খন্ডকালীন কর্মী । সংস্থায় বিভিন্ন কর্মকর্তা কর্মচারী পদে ৯০৬ জন নারী কর্মী (৭৮%) কাজ করছেন। তাই নারীর ক্ষমতায়নে সংস্থার এই ভূমিকার প্রশংসা করেছেন বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। সংস্থার সকল স্তরে নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট মানদন্ড বজায় রাখা হয়। নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছতার সাথে সম্পন্ন করার জন্য সংস্থার পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক গঠিত নিয়োগ কমিটি এতদসংক্রান্ত কাজ পরিচালনা করে থাকে। নিয়োগপ্রাপ্ত সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের স্ব-স্ব বিষয়ে দক্ষতা তৈরীর ভিত্তিতে কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

এম আই এস সিস্টেম ঃ

নুসা'র ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এম আইএস) আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অটোমেশন পদ্ধতিতে কাজ করে থাকে। অটোমেশনের মাধ্যমে নির্ভুলভাবে ক্ষুদ্রঋণ, অর্থ ও হিসাব বিভাগের প্রতিবেদন প্রস্তুত হয়ে থাকে।অনলাইন অটোমেশনের আওতায় সংস্থার সকল শাখা ও প্রধান কার্যালয়ের এমআইএস সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

অর্থ ও হিসাব বিভাগঃ

নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি(নুসা) এর অর্থ ও হিসাব বিভাগ, প্রধান কার্যালয়ে প্রধান হিসাবরক্ষন কর্মকর্তা (হেড অব ফিন্যান্স এন্ড একাউন্টস) এর নেতৃত্বাধীন ০৫ জন কর্মকর্তা এবং শাখা পর্যায়ে ৪০ জন শাখা হিসাব রক্ষকসহ মোট ৪৫ জন দক্ষ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মী নুসা'র অর্থ ও হিসাব কার্য পরিচালনা করে আসছে।

অর্থ ও হিসাব বিভাগ

সংস্থার আর্থিক লেনদেনগুলোকে যথাযথ ভাবে হিসাবের বহিতে লিপিবদ্ধ করন, আর্থিক বিবরনী প্রস্তুতকরন ও হিসাবের সকল নথিপত্র সংরক্ষন অর্থ ও হিসাব বিভাগের প্রধান দায়িত্ব। হিসাব বিভাগ আর্থিক প্রতিবেদন সঠিক ও নির্ভুলভাবে প্রকাশ ও উপস্থাপন করে। এছাড়া অর্থ ও হিসাব বিভাগের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলো প্রধান অফিস, প্রকল্প অফিস ও শাখার প্রতিটি ব্যয়ের সত্যতা প্রমান করা ও যাবতীয় আয়ের প্রাপ্তিতা নিশ্চিত করা । অভ্যন্তরীন নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থার সুষ্ঠ ও কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রন ও পরিচালনায় তাদের অন্যতম ভূমিকা থাকে। এছাড়া অর্থ ও হিসাব বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মীগন তাদের এই গুরুত্বপূন্ দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ), পিকেএসএফ, আইএফআরএস, আইএএস, ব্যাংক,এনবিআর , নুসা'র নিজস্ব পলিসি এবং দাতাগোষ্ঠীর প্রদত্ত বিভিন্ন কমপ্লায়েন্স সঠিকভাবে পালন করে থাকে। একই সাথে আভ্যন্তরীন নিরীক্ষা বিভাগ, বহি : নিরীক্ষক ফার্ম, বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার ও সংস্থার সকল পর্যায়ে কর্মকর্তাদের সাথে সমন্বয় রেখে কার্য পরিচালনা করে থাকে।

অর্থ ও হিসাব বিভাগের দায়িত্ব সমুহ নিম্নরুপ	
১.	সংস্থার আর্থিক লেনদেনগুলোকে যথাযথ ভাবে হিসাবের বহিতে লিপিবদ্ধকরন
২.	প্রয়োজনীয় হিসাব বহি রক্ষাবেক্ষন
৩.	নির্দিষ্ট সময় অন্তর আর্থিক বিবরনী প্রস্তুতকরন এবং যথাযথ ভাবে ব্যবহারকারীদের কাছে প্রেরন।
৪.	অন্যান্য বিভাগকে প্রয়োজনীয় আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা সরবরাহ করা
৫.	প্রতিষ্ঠানের বাজেট প্রস্তুতকরন ও ব্যয় নিয়ন্ত্রন
৬.	আয়কর ও মূল্য সংযোজন কর নির্ধারন, কর্তন এবং সরকারী কোষাগারে জমা করন
৭.	প্রয়োজনীয় আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহন
৮.	নির্দিষ্ট সময় অন্তর হিসাবের গানিতিক নির্ভূলতা যাচাই
৯.	সরকারী এবং অর্থ সহায়তাকারী সংস্থার বিভিন্ন কম্প্লায়েন্সগুলো মেনে চলা
১০.	ডেলিগেশন অব অথরিটি অনুসারে বিল ভাউচার অনুমোদন গ্রহন করা
১১.	আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেমন ব্যাংক, বীমা সাথে সঠিকভাবে লেনদেন করা

হিসাব রক্ষন কাজে নিয়জিত একজন কর্মীর প্রতিদিনের, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, অর্ধবার্ষিক, বার্ষীক ও প্রকল্প মেয়াদের শেষে নির্ধরিত দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে সে গুলো তালিকা প্রস্তত করে কর্তপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে তা যথাযথভাবে পালন করে থাকে।

সকল লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়। সংস্থা বিএএস ও আইএএস অনুসরণ করে হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনাদি নিশ্চিত করে। প্রতি বছর অনুমোদিত চার্টার্ড একাউন্টিং ফার্ম দ্বারা সংস্থার নিরীক্ষার কাজসম্পন্ন করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে মেসার্স হাবিব এন্ড সরোয়ার কোং দ্বারা সংস্থার হিসাবাদি নিরীক্ষা করানো হয়েছে।

নুসা'র নীতিমালা সমূহ

নুসা'র কার্যক্রম সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য নীতিমালা রয়েছে যাহা পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। নীতিমালাসমুহ নিম্নে দেওয়া হলো-

অডিট সেল

এই বিভাগে একজন উর্ধতন সমন্বয়কারী সার্বক্ষনিক দায়িত্ব পালন করেন। তিনি নুসা'র চলমান সকল কর্মসূচী ও প্রকল্পসমূহ নিয়মিত পরিবীক্ষণ করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে অগ্রগতি যাচাই ও পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য প্রতিবেদন নির্বাহী পরিচালকের নিকট পেশ করেন। সংস্থার অডিট সেল নির্বাহী পরিচালকের মহোদয়ের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে এবং তার নিকট জবাবদিহিতা করেন। অডিট সেলের সদস্য নিম্নরূপঃ-

১. মোঃ ফারুক হোসেন	- *চীফ অডিটর (অভ্যন্তরীণ)*
২. এইচ এম মোসলেম উদ্দিন	- *অডিটর (অভ্যন্তরীণ)*
৩. তপন চন্দ্র দাস	- *অডিটর (অভ্যন্তরীণ)*
৪. মোঃ মাসুদ হোসেন	- *অডিটর (অভ্যন্তরীণ)*
৫. এইচ এম কামরুল ইসলাম	- *অডিটর (অভ্যন্তরীণ)*

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে অডিট বিভাগের সম্পন্ন কার্যাবলী সমূহ

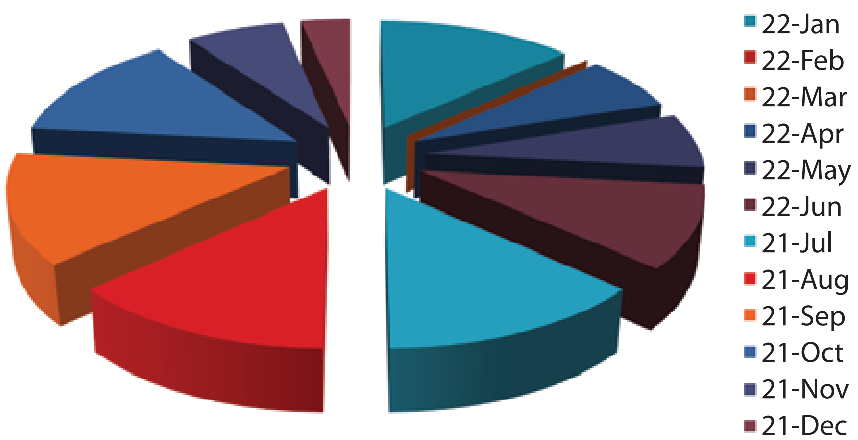

MONTHLY AUDIT FEATURE IN THE YEAR ROUND 2021-2022

১. সংস্থার ৪০ টি শাখা মাঠ ও অফিস পর্যায় অডিট সম্পন্ন করা হয়েছে।

২. সংস্থার প্রধান অফিস অডিট সম্পন্ন হয়েছে।

৩. সমৃদ্ধি প্রকল্প

৪. প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন-মান উন্নয়ন প্রকল্প

৫. সমন্বিত কৃষি ইউনিট (প্রাণী সম্পদ ও কৃষি)

৬. কৈশোর কর্মসূচী

৭. ভি ডব্লিউ বি

৮. বিএলপি প্রকল্প

৯. নুসা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এমটিসি)

১০. স্কিল ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রকল্প (সিপ)

১১. ছাগল পালন প্রকল্প (বিএনএফ)

১২. নড়িয়া গণ পাঠাগার

নুসা'র নেটওয়ার্কিং

নুসা'র সঙ্গে সম্পৃক্ত সদস্যভুক্ত বিভিন্ন নেটওয়ার্ক ও ফোরাম

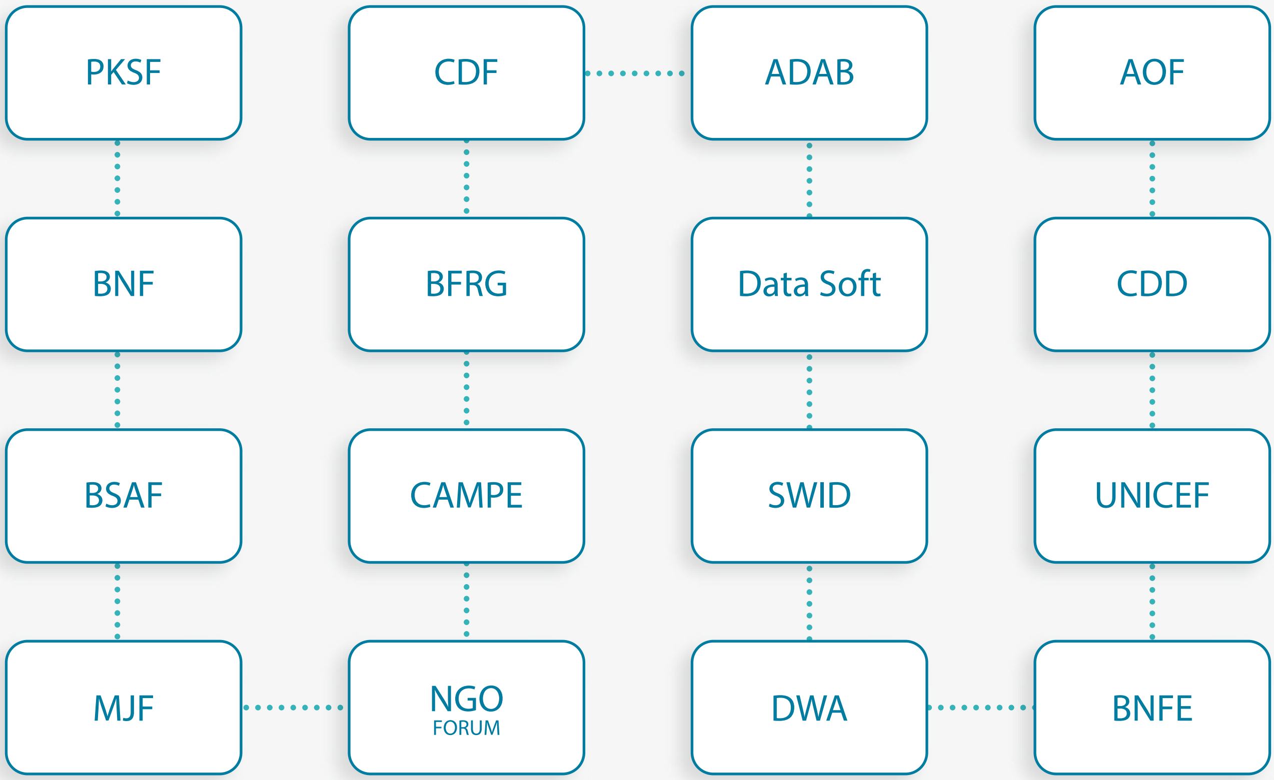

নুসা'র চলমান কর্মসূচি/প্রকল্প সমূহের বিবরণ

প্রকল্প/কর্মসূচী	দাতা সংস্থা	সময়কাল	বাজেট ২০২১-২০২২
ঋণ প্রকল্প	পিকেএসএফ	১৯৯৪ - থেকে চলমান	১৭৫.২৯ কোটি
নুসা সমৃদ্ধি কর্মসূচী	পিকেএসএফ	সেপ্টেম্বর ২০১৪ থেকে চলমান	৫৪,৯৩,২০০/=
প্রবীন জনগোষ্ঠীর জীবন-মান উন্নয়ন কর্মসূচী	পিকেএসএফ/ নুসা	জুলাই ২০১৭ইং- চলমান	১২,০৮,১১০/=
Skill for Investment Employment Project (SEIP)	পিকেএসএফ	০১.০২.২০১৬- থেকে চলমান	৯৮,৭০,০০০/=
কৈশোর কর্মসূচী	পিকেএসএফ	২০২১-২০২২	৭,৫৫,৩৫০/=
সমন্বিত কৃষি ইউনিট (কৃষি ও প্রাণী)	পিকেএসএফ/ নুসা	জুলাই ২০২০- থেকে চলমান	২৮,৫৩,৭০০/=

প্রকল্প/কর্মসূচী	দাতা সংস্থা	সময়কাল	বাজেট-২০২০-২০২১
RAISE Project	পিকেএসএফ	২০২১-২০২২	১০,৮৮,৭৪,৩৩০/=
দু:স্থ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি(ভিজিডি)	মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয়	জুলাই ২০১৯- থেকে চলমান	১৬,৭৬,৮০২/=
নুসা বিশেষ শিক্ষালয়	নুসা নিজস্ব তহবিল	০১ মে ২০১০- থেকে চলমান	৬,৫৩,৪৫০/=
প্রাণী সম্পদ ইউনিট	পিকেএসএফ/ নুসা	জুলাই ২০২০- জুন ২০২১	১৬,৫০,০০০/=
ছাগল পালন কর্মসূচি	বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ)	০১ এপ্রিল ২০২০-থেকে চলমান	২,৭৫,০০০/=
সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচী	নুসা'র নিজস্ব	জুলাই ২০২১- জুন ২০২২	৫৯,৮২,৭৬৫/=
নড়িয়া গণ পাঠাগার	নুসা/ সরকারি অনুদান	০১ জানুয়ারি ১৯৯১- থেকে চলমান	২,৫০,০০০/=
সমন্বিত নারী উন্নয়ন প্রকল্প	নুসা/ সরকারি অনুদান	১৯৯৮- থেকে চলমান	৩,০০,০০০/=

নুসা'র সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের বিবরণ

	প্রকল্প/কর্মসূচী	দাতা সংস্থা	সময়কাল
১.	এনআইএইচপি	অস্ট্রেলিয়ান হাই কমিশন	১৯৯৭
২.	ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন প্রকল্প	এনজিও ফোরাম	১৯৯৯
৩.	বাড়ীর আঙ্গিনায় সবজি চাষ	ডিপিআইএফ,খামারবাড়ী	২০০০
৪.	বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প	ডিএনএফপিই	১৯৯৯ - ২০০১
৫.	মিনি নার্সারী	ডিপিআইএফ,খামারবাড়ী	২০০১
৬.	কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট(সিডিপি)	ডিএফআইডি,বৃটিশ হাই কমিশন	২০০০ - ২০০১
৭.	গণ সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা সহায়তা প্রকল্প	প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন	২০০০ -২০০২
৮.	ট্রিকল আপ প্রকল্প	নিউ ইয়োর্ক/আইভিএস	২০০২-২০০৩
৯.	আমাদের স্কুল প্রকল্প (এএসপি)	কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড	২০০৬ - ২০১২
১০.	জরুরী ত্রাণ বিতরণ	কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড	২০০৭
১১.	বন্যাপরবর্তী পূনর্বাসন	কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড	২০০৮
১২.	আইনগত সহায়তা প্রকল্প	বিএন ডাব্লিউ এল এ, ঢাকা	২০০৭- ২০০৯

	প্রকল্প/কর্মসূচী	দাতা সংস্থা	সময়কাল
১৩.	ওয়াশ ফর স্কুল ক্যাম্পেইন	কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড	২০০৯ - ২০১১
১৪.	দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদের শতভাগ ভর্তি	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রনালয়	২০১০ - ২০১১
১৫.	সেনিটেশন,হাইজিন (স্বাস্থ্য) শিক্ষা ওপানি সরবরাহ,বাংলাদেশ প্রকল্প (শেওয়াবি)	জিওবি- ইউনিসেফ	২০০৯ - ২০১২
১৬.	পি ওয়াশ প্রকল্প (সেনিটেশন)	এনজিও ফোরাম, ফরিদপুর	২০১১ - ২০১৫
১৭.			
১৮.	পার্টিসিপেটরী একশন টুওয়ার্ডস রেসিলিয়েন্ট স্কুল ও এডুকেশন সিস্টেম	একশন এইড বাংলাদেশ ও ইউনিসেফ বাংলাদেশ	২০০৯ - ২০১০
১৯.	মাইক্রোফিন্যান্স এন্ড টেকনিক্যাল সাপোর্ট প্রজেক্ট (এমএফটিএস)	পিকেএসএফ	২০০৬ - ২০১০
২০.	গৃহায়ন প্রকল্প	গৃহায়ন তহবিল,বাংলাদেশ ব্যাংক	২০০০ - ২০১০
২১.	ভাইয়োলেন্স এগেইনস্ট ওমেন	ইউএনএইডস	২০১০ - ২০১২
২২.	মাল্টি ডাইমেনশনাল ট্রেনিং কমপ্লেক্স নির্মান	জাপান এম্বাসী, বাংলাদেশ	২০১১ - ২০১২
২৩.	মাল্টি ডাইমেনশনাল ট্রেনিং কমপ্লেক্স নির্মান	জার্মান হাইকমিশন,বাংলাদেশ	২০১২ - ২০১৩
২৪.	স্যানিমার্ট (ন্যাপকিন) প্রকল্প	প্রাকটিক্যাল একশন,বাংলাদেশ	২০১৩
২৫.	প্রতিবন্ধী পূনর্বাসন প্রকল্প	সিডিডি ও এমজে এফ	২০১০ - ২০১৩
২৬.	এক্সপান্ড হায়ারলেভেল এডভোকেসি টু ক্রিয়েট ইনেবলিং এনভায়রনমেন্ট	সেভ দা চিল্ড্রেন ইন্টারন্যাশনাল	২০১৩
২৭.	দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় বাংলাদেশ গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প	জাইকা ও বাংলাদেশ সরকার	২০১২ - ২০১৩
২৮.	ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা প্রকল্প	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	২০১৩ - ২০১৪
২৯.	সবার জন্য স্যানিটেশন	বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন	২০১২ - ২০১৪
৩০.	মুখোমুখী প্রকল্প	টি এ এফ ও আইইডি	২০১১ - ২০১৪
৩১.	স্যানিটেশন ফর অল	বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন	২০১২ - ২০১৪
৩২.	দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামিন উন্নয়ন প্রকল্প	এলজিইডি ও জাইকা	২০১২ - ২০১৪
৩৩.	দরিদ্র নারীদের সেলাই প্রশিক্ষণ প্রকল্প	বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন	২০১৫- ২০১৫
৩৪.	শিক্ষা সহায়তা প্রকল্প (ইএসপি)	ব্র্যাক	২০১১ - ২০১৫
৩৫.	মেকিং ওমেন লিগ্যাল রাইটস এ রিয়েলিটি ইন বাংলাদেশ (MWLRB)	BNWLA	২০১৩ - ২০১৬
৩৬.	মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রকল্প	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	২০১৪ - ২০১৬

	প্রকল্প/কর্মসূচী	দাতা সংস্থা	সময়কাল
৩৭.	কমুনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট (সিডিপি)	ডিএফআইডি	২০০০ - ২০১৬
৩৮.	প্রোমোটিং রাইটস অব পিপল উইথ ডিজএ্যাবিলিটি ইনক্লুসিভ লোকাল গভর্নেন্স এন্ড সার্ভিস প্রোভাইডিং ইনসটিটিউশান (PRPD-DI)	এমএজএফ/ মাধ্যম সিডিডি	২০১৩ - ২০১৬
৩৯.	ভালনারেবল গ্রুপ ডেপেলভমেন্ট(ভিজিডি)	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	২০০৭ - ২০২০
৪০.	মৌলিকসাক্ষরতা প্রকল্প(৬৪জেলা) ১ম ধাপ	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো	২০১৭ - ২০১৮
৪১.	দরিদ্র নারীদের সেলাই প্রশিক্ষণ প্রকল্প	বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন	২০১৭ - ২০১৮
৪২.	ছাগল পালন কর্মসূচী	বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন	২০২০-২০২১
৪৩.	পদ্মা পাড়ের খামারিদের গাভী পালনের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প	পিকেএসএফ/ নুসা	২০১৭ - ২০২০

নুসা প্রশিক্ষণ সেল

"নুসা মাল্টিডাইমেনশনাল ট্রেনিং কমপ্লেক্স" নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি নুসা'র একটি অত্যাধুনিক মানের প্রশিক্ষণ সেন্টার। এই সেন্টারে উন্নত মানের প্রশিক্ষণ করানোর মত সকল সুযোগ সুবিধা আছে সাথে থাকা খাওয়ার প্যাকেজ আছে, এই সেন্টারে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ চলমান আছে নুসা'র নিজস্ব প্রশিক্ষণ ছাড়াও বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী সংস্থা সভা সেমিনার ও প্রশিক্ষণের জন্য এই সেন্টার ব্যবহার করে থাকেন। তাছাড়াও উন্নতমানের আবাসন থাকায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভিজিটর,অডিটর ও দর্শনার্থীরা এই সেন্টারে অবস্থান করেন।

নুসা'র উদ্দেশ্য হলো প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানো যারফলে মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধি হবে এবং কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

নুসা'র একটি প্রশিক্ষণ সেল আছে যাদের কাজ হলো প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা তৈরীকরা, মডিউল সিডিউল আপডেট করা এবং পরিকল্পনা মাফিক প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা ও বিভিন্ন সহযোগি সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে নুসা'র ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া। এছাড়া নুসা'র একটি দক্ষ রিসোর্স পুল আছে যাদের কাজ হলো নিয়মিত ভাবে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা।

প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য নুসা'র যে সকল মডিউল আছে :

১. ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় মৌলিক প্রশিক্ষণ

২. ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

৩. হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

৪. দুর্যোগের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

৫. সঞ্চয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

৬. মৌলিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ

৭. কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ

৮. নুসা দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় মৌলিক প্রশিক্ষণ

৯. হাঁস-মুরগী পালন

১০. গরু ও ছাগল পালন

১১. আধুনিক পদ্ধতিতে শাক সবজি চাষ

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে নুসা'র প্রশিক্ষণ সেল যে সকল প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে তা নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক	প্রশিক্ষণের বিষয়	ব্যাচ সংখ্যা	জন সংখ্যা	মন্তব্য
০১	দক্ষতা কর্মসূচির আওতায় মৌলিক প্রশিক্ষণ	১০	২৫০ জন	
০২	হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৩	১০৪ জন	
০৩	স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০১	৩০ জন	
০৪	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় মৌলিক প্রশিক্ষণ	০১	২৫ জন	
০৫	স্ট্রাটেজিক প্লানিং ওয়ার্কসপ	০১	৪৬ জন	
০৬	কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৮	২০০ জন	
মোট =		২৪ ব্যাচ	৬৫৫ জন	

জুলাই ২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত নুসা'র কর্মকর্তাদের বিভিন্ন সংস্থা থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের তথ্য নিম্নরুপ ঃ

ক্রমিক	অংশগ্রহণকারীর নাম	পদবী	কর্মস্থল	কোর্সের নাম	মেয়াদকাল	ভেন্যু/আয়োজক সংস্থা
০১	কুদ্দুস আলী	এরিয়া ম্যানেজার	প্রধান অফিস	Stress Management &Human Communication	০৪ দিন	পিকেএসএফ
০২	মোঃ নূরুজ্জামান	ট্রেনিং অফিসার	এমটিসি	,,	০৪ দিন	পিকেএসএফ
০৩	মোঃ খলিলুর রহমান	শাখা ব্যবস্থাপক	কাজিরহাট	Micro Enterprise Analysis & Loan Apprasal	০৪ দিন	পিকেএসএফ
০৪	মোঃ মিজানুর রহমান	শাখা ব্যবস্থাপক	গোসাইরহাট	,,	০৪ দিন	পিকেএসএফ
০৫	কুদ্দুস আলী	এরিয়া ম্যানেজার	প্রধান অফিস	Risk Management	০৫ দিন	পিকেএসএফ
০৬	মোঃ খলিলুর রহমান	শাখা ব্যবস্থাপক	কাজিরহাট	Expansion Strategy for Enterprise Loan Product	০৫ দিন	পিকেএসএফ
০৭	মোঃ মিজানুর রহমান	শাখা ব্যবস্থাপক	গোসাইরহাট	,,	০৫ দিন	পিকেএসএফ
০৮	রুনা আক্তার	প্রশিক্ষক	এমটিসি	EIM Skill-2 Trainer & Assessor	২২ দিন	অর্থ মন্ত্রনালয়
০৯	মিজানুর রহমান	এরিয়া ম্যানেজার	প্রধান অফিস	Micro Enterprise Financial Analysis	০৪ দিন	পিকেএসএফ
১০	আবুল কাশেম	শাখা ব্যবস্থাপক	শিবচর	Software based Monitoring & Supervission	০৪ দিন	পিকেএসএফ
১১	কমল চন্দ্র বিশ্বাস	শাখা ব্যবস্থাপক	বিঝারী	,,	০৪ দিন	পিকেএসএফ
১২	এইচ এম কামরুল ইসলাম	অভ্যন্তরীন নিরীক্ষক	প্রধান অফিস	VAT & TAX	০৫ দিন	পিকেএসএফ
১৩	অমৃত লাল দাস	এরিয়া ম্যানেজার	প্রধান অফিস	Risk Management	০৫ দিন	পিকেএসএফ
১৪	মোঃ ইউনুচ আলী	উপ-সমন্বয়কারী	প্রধান অফিস	Financial Management	০৫ দিন	FIMA
১৫	ফাহিমা ইসলাম সাথী	হিসাব সহকারী	প্রধান অফিস	Financial Management	০৫ দিন	FIMA

নুসা'র প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একটি দক্ষ রিসোর্সপুল আছে ঃ

ক্রমিক	নাম	পদবী	শিক্ষাগত যোগ্যতা	মন্তব্য
০১	মিজ মাজেদা শওকত আলী	নির্বাহী পরিচালক	এম,এ	
০২	জয়দেব চন্দ্র কুন্ডু	যুগ্ম-পরিচালক	এম,এস,সি	
০৩	মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন	উপ-পরিচালক	বি,এ	
০৪	মোঃ কবির হোসেন	উপ-পরিচালক	এম,এস,এস	
০৫	আমিনুল হক মিন্টু	উপ-পরিচালক	এম,এস,এস	
০৬	মোঃ ফারুক হোসেন	অডিট চীফ	এম,কম	
০৭	মোঃ শাহআলম	হেড অফ ফাইনান্স	এম,কম	
০৮	এস,এম, মিজানুর রহমান	এরিয়া ম্যানেজার	এম,কম	

ঋণ কার্যক্রম

সময়কাল	: ১৯৯৪ সন থেকে চলমান রয়েছে।
দাতা সংস্থা	: পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও বিভিন্ন ব্যাংক।
লক্ষ্য	: দারিদ্র সীমার মধ্যে জীবন-যাপন করা ৫০ হাজার পরিবার কে মধ্যম আয়ের পর্যায়ে উন্নীত করা।
উদ্দেশ্য	: সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুজি সৃষ্টি করা ও আয়-বর্ধক কাজে ঋণ সহায়তা করা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা তৈরী করা।

শুরু থেকে এপর্যন্ত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

1. Graphical (Bar Chart) Presentation of 30 June, 2022 Group Member position

Month Name	Male	Female	Total
June,2022	1,903	43,695	45,598

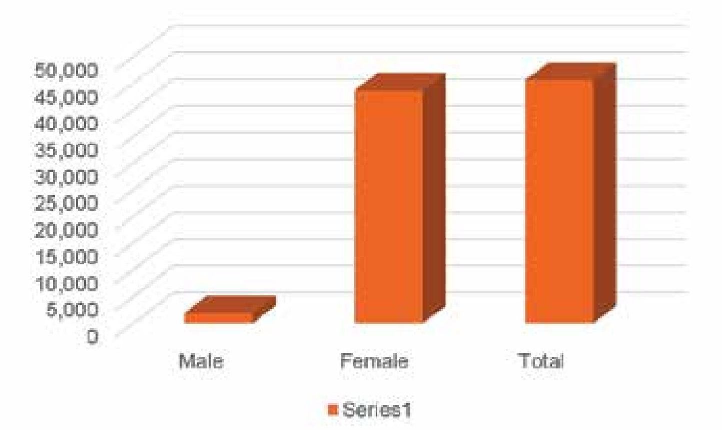

2. Graphical (Bar Chart) Presentation of 30 June, 2022 Working Area

No. of District	No. of Thana/Upazilla	No. of Union/Pouroshava	No. of Village/Ward
6	19	135	793

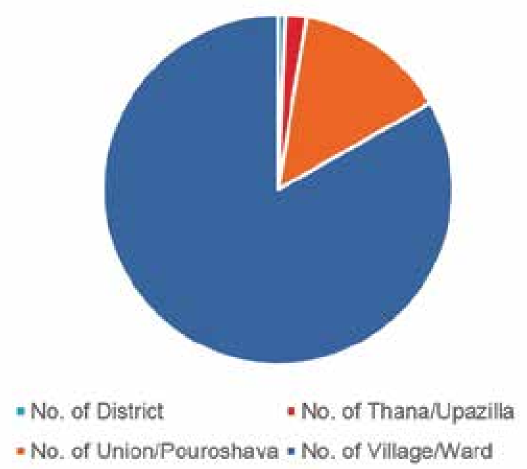

3. Graphical (Bar Chart) Presentation of 30 June, 2022 Savings Product

Component	Male	Female	Total
Monthly Savings	31,717,027.00	434,095,501.00	465,812,528.00
DPS	8,309,000.00	117,067,550.00	125,376,550.00
Voluntry Savings	789,067.00	20,019,268.00	20,808,335.00

4. Graphical (Bar Chart) Presentation of 30 June, 2022 Staff Composition

Accountant	Area Manager	Branch Manager	Field Organizer
41	7	40	175

5. Graphical (Bar Chart) Presentation of 5 Years Income Statement for NUSA Micro Finance Program

Budget Year	Income	Expenses	Surplus
2017-2018	165,320,814	133,862,329	31,458,485
2018-2019	738,638,865	586,956,464	151,682,401
2019-2020	240,803,133	197,044,463	43,758,670
2020-2021	286,784,148	229,579,959	57,204,189
2021-2022	312,927,444	269,227,790	43,699,654

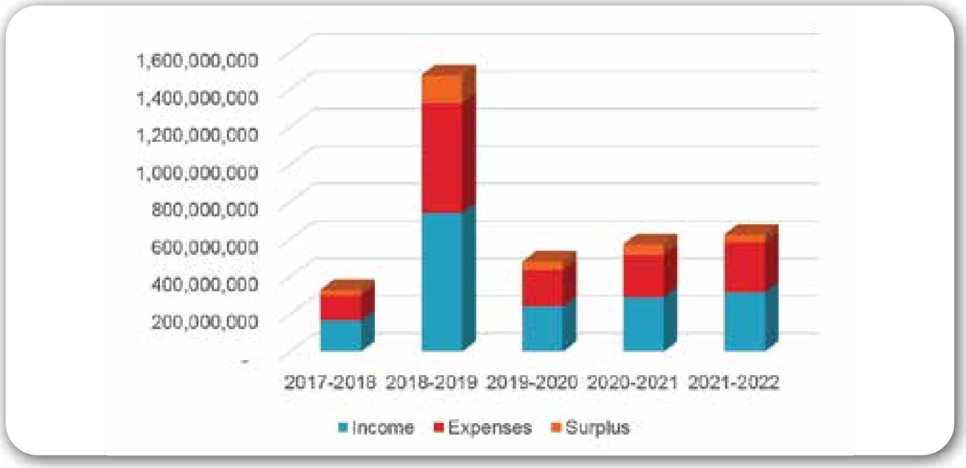

6. Graphical (Bar Chart) Presentation of 5 Years Members Loan Portfolio/Outstanding

Budget Year	Members Loan Outstanding/Portfolio
2017-2018	763,795,046
2018-2019	1,045,253,343
2019-2020	1,296,206,729
2020-2021	1,325,300,951
2021-2022	1,767,101,626

7. Graphical (Bar Chart) Presentation of 5 Years Members Loan Disbursement

Budget Year	Members Loan Disbursement
2017-2018	1,361,382,000
2018-2019	1,950,825,000
2019-2020	2,025,263,000
2020-2021	2,194,000,000
2021-2022	2,926,531,000

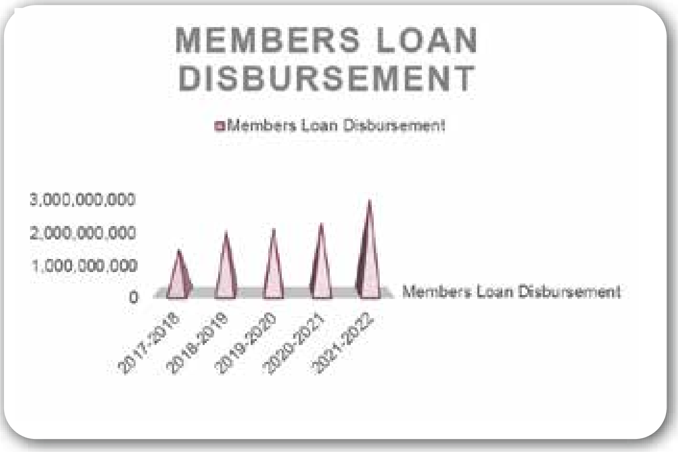

8. Graphical (Bar Chart) Presentation of 5 Years Cumulative Recovery Rate (CRR)

Budget Year	CRR
2017-2018	99.6
2018-2019	99.6
2019-2020	99.6
2020-2021	98.77
2021-2022	99.00

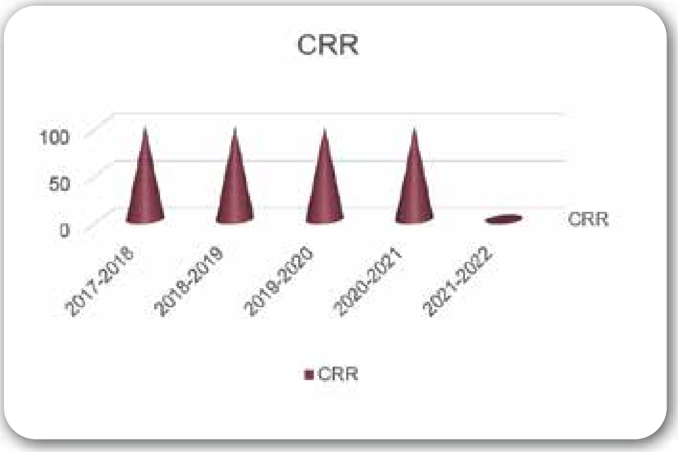

9. Graphical (Bar Chart) Presentation of 5 Years Debt Capital Ratio

Budget Year	Debt Capital Ratio
2017-2018	3.6:1
2018-2019	3.13:1
2019-2020	3.85:1
2020-2021	3.50:1
2021-2022	4.02:1

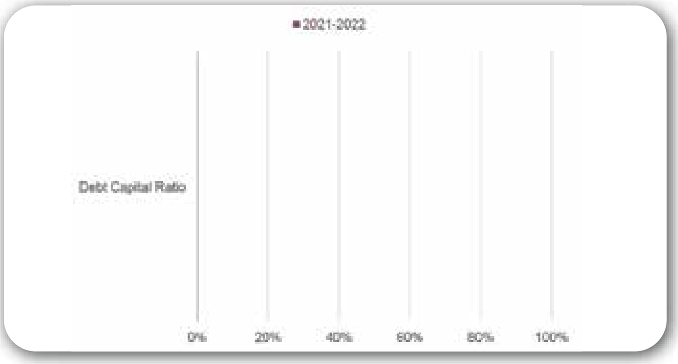

10. Graphical (Bar Chart) Presentation of 5 Years Return on Capital (ROC)

Budget Year	Return on Capital (ROC)
2017-2018	26.67
2018-2019	26.67
2019-2020	17.35
2020-2021	17.36
2021-2022	2.22

11. Graphical (Bar Chart) Presentation of Funding Composition as on 30.06.2022

Source of Fund	Figers in BDT
Members Savings	574,918,541
Loan from PKSF	744,499,988
Loan from Bank & Others	152,352,104
Others Fund	76,070,268
Capital Fund	391,134,027
Total	**1,938,974,928**

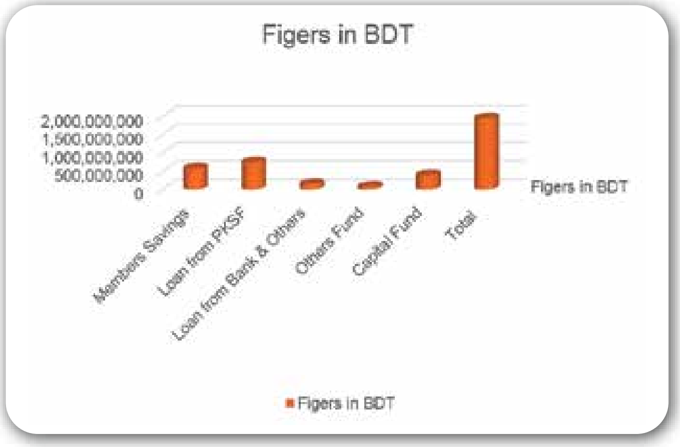

12. Graphical (Bar Chart) Presentation of 5 Years Budget

Budget Year	Deposit & Income	Refund & Expenditure	Net Income
2017-2018	2,264,640,000.00	2,241,340,000.00	31,458,482.00
2018-2019	2,543,250,000.00	2,483,375,000.00	61,031,841.00
2019-2020	3,193,500,000.00	3,192,660,000.00	44,144,817.00
2020-2021	3,017,450,000.00	3,007,110,000.00	57,204,242.00
2021-2022	3,376,450,000.00	3,350,710,000.00	43,699,654.00

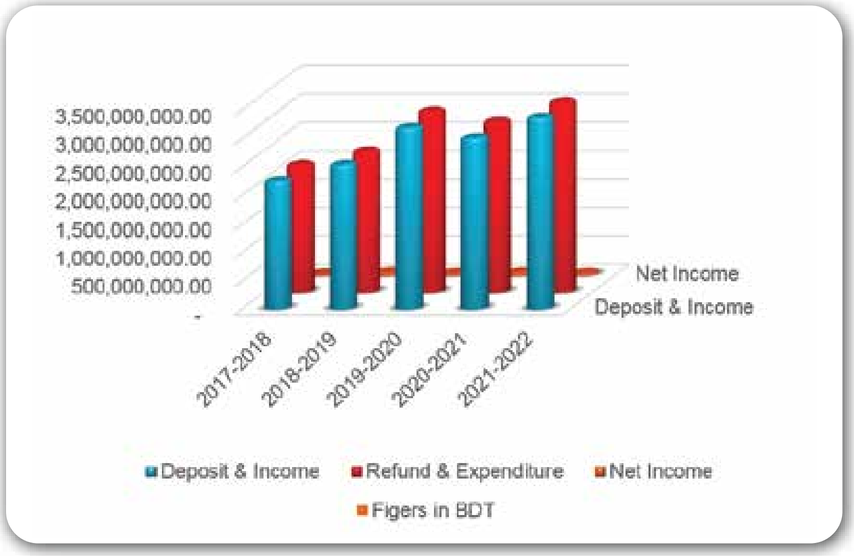

খাতসমূহ : নুসা যে সকল খাতসমুহে ঋণ বিতরণ করে থাকে তার বিবরণঃ-

ঋণের কম্পোনেন্ট	ঋণ বিতরণের পরিমান (টাকা)		ঋণ বিতরণ খাত	মন্তব্য
	ন্যূনতম	সর্বোচ্চ		
জাগরণ	১০,০০০/-	৮০,০০০/-	ক্ষুদ্র ব্যবসা, ছাগল পালন, গাভী পালন, বিভিন্ন ধরণের চাষাবাদ ইত্যাদি কার্যক্রম	
অগ্রসর	৮০,০০১/-	১৫,০০,০০০/-	ক্ষুদ্র ব্যবসা, গবাধি পশু পালন, হাঁস মুরগির খামার, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ক্ষুদ্র কুটির শিল্প, পরিবহন ব্যবসা, মৎস্য চাষ ইত্যাদি কার্যক্রম	
বুনিয়াদ	৫,০০০/-	৫০,০০০/-	হাঁস-মুরগি পালন, ছাগল পালন, বর্গা জমিতে কৃষি কাজ, চিড়া- মুড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম	
সুফলন	-	-	মাছ চাষ, রবি ও খরিফ মৌসমের চাষ-বাস, গরু মোটাতাজাকরণ, ইরি ধান চাষ ইত্যাদি কার্যক্রম	
আয়বর্ধনমুলক কার্যক্রম ঋণ	৮০,০০১/-	১৫,০০,০০০/-	ক্ষুদ্র ব্যবসা, গবাধি পশু পালন, হাঁস মুরগির খামার, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ক্ষুদ্র কুটির শিল্প, পরিবহন ব্যবসা, মৎস্য চাষ ইত্যাদি কার্যক্রম	
জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঋণ	১০,০০০/-	-	-	
সম্পদ সৃষ্টি ঋণ	-	৩০,০০০/-		
প্রবীণ ঋণ	৩০,০০০/-	৬০,০০০/-	ক্ষুদ্র ব্যবসা, গবাধি পশু পালন, হাঁস মুরগির পালন, কৃষি ও মৎস্য চাষ, ভ্যান ও অটোরিক্সা চালানো, ইত্যাদি কার্যক্রম।	

ফলাফলঃ

- ✓ সদস্যদের আত্মকর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
- ✓ তাদের মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণ করতে পারছেন
- ✓ মহিলারা পরিবার ও সমাজে তাদের সম্মান ও মর্যাদা পাচ্ছেন।
- ✓ মহিলারা পুরুষের পাশাপাশি সমান ভাবে সামাজিক উন্নয়নে অংশ গ্রহণ করতে পারছেন।
- ✓ নারীদের ক্ষমতায়ন হচ্ছে, ফলে আয় বর্ধক কাজে নারী উদ্যোক্তা তৈরী হচ্ছে।
- ✓ মেয়ে শিশুর বিদ্যালয়ে গমনের হার বেড়েছে এবং তুলনা মুলক মেয়েদের রেজাল্ট ভাল।
- ✓ সমাজে নারী নির্যাতন, বহুবিবাহ ও বাল্য বিবাহ কমেছে।

সমন্বিত কৃষি ইউনিটের আওতায় কৃষি প্রকল্প

প্রকল্পের সময়কাল : জুলাই ২০২১- জুন ২০২২

প্রকল্পের বাজেট : ১২,৫৩,৪০০

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : আধুনিক পদ্ধতি ও কারিগরি সহায়তায় উন্নত জাত ও অধিক উৎপাদন কৃষি কাজের মাধ্যমে প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা ও এলাকার অন্যান্য কৃষক কে উদ্বুদ্ধ করে উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা।

কার্যক্রমঃ

ক্রমিক	কর্মসূচীর নাম	লক্ষ্য	কৃষি প্রদর্শনীর বিবরণ
১	ট্রাইকোকম্পোস্ট	২০	
২	ফেরোমন ফাদ	১০	
৩	ধান চাষে গুটি ইউরিয়ার ব্যবহার	৫	
৪	মানসম্মত ধান বীজ উৎপাদন	১৫	
৫	উচ্চমূল্য/প্রতিকূল পরিবেশে নতুন নতুন ফসলের জাত প্রচলন	৬	
৬	নতুন ধানের জাত প্রচলন	২	
৭	বসত বাড়িতে সারা বছর সবজি ও ফল উৎপাদন	২০	
৮	সমন্বিত শষ্য ব্যবস্থাপনা	১০	
৯	সবজি চাষে গুটি ইউরিয়া	৪	
১০	ক্রপিং প্যাটার্ন প্রদর্শনী	২	
১১	জমির আইলে সবজি চাষ	১০	
১২	কোকোডাস্ট ব্যবহারে চারা উৎপাদন	১	
১৩	ছাদ বাগান	১	

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের কৃষি ইউনিটের আওতায় এ যাবৎ পর্যন্ত সফল ভাবে বাস্তবায়িত কৃষি প্রযুক্তি সমূহঃ

উপজেলা সমন্বয় ও পরিকল্পনা সভাঃ

বিগত ১৬/০৯/২০২১ ইং উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ও উপজেলা প্রানীসম্পদ কর্মকর্তা উপস্থিতিতে স্থানীয় গন্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ, কৃষক, বীজ ও সার ডিলার এবং সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা কৃষি প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের সমন্বয়ক বিষয়াদি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। মাঠ পর্যায় কৃষি ফসলাদি অধিকমাত্রায় উৎপাদনের নিমিত্তে সভাটি খুবই তাৎপর্য বহন করেছে।

কোকোডাস্ট ব্যবহার করে মানসম্মত সবজি ও ফলের চারা উৎপাদনঃ

কৃষি ইউনিট ভুক্ত সবজি প্রধান কর্মএলাকায় নড়িয়া ও ডগ্রির ২টি সবজি প্রধান এলাকা সারেংগাতে গুনগত মানসম্পন্ন সবজির চারা সহজ প্রাপ্য করার মাধ্যমে সবজি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে "কোকোডাস্ট ব্যাবহার করে প্লাষ্টিক ট্রেতে গুনগত সম্পন্ন বিভিন্ন মৌসুমি সবজির চারা উৎপাদন করা হচ্ছে।

নিরাপদ সবজি উৎপাদন হাব-ক্লাস্টারঃ

নিরাপদ সবজি উৎপাদন প্রদর্শনীর মাধ্যমে নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি নুসা জৈব সার ব্যাবহারের মাধ্যমে নিরাপদ ভাবে (GAP) Good Agricultural Practices অনুস্বরন করে বিগত ১০/১০/২০২১ তারিখ হতে ডগ্রী শাখার শৌলপাড়া এলাকায় নিরাপদ সবজি উৎপাদনের ক্লাস্টার তৈরি করেছে। ইতিমধ্যে স্থানীয় উপকার ভোগীরা উক্ত প্রযুক্তির সুফল পেতে শুরু করেছেন।

উচ্চ ফলনশীল নতুন ফসল জাত প্রচলন:

কৃষি ইউনিটের আওতায় নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা) কর্তৃক ১০ জন উপকারভোগীর মাঝে ৫০ কেজি উচ্চ ফলনশীল মটরের বীজ, সার ও ঔষধ বিতরন করা হয়। কৃষকগণ উচ্চ মাত্রায় ফসল উৎপাদনে সুফল পেয়েছেন।

উচ্চ ফলনশীল নতুন ধানের জাত প্রচলন:

নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি নুসা, কৃষি ইউনিট নড়িয়া ও ডগ্রী এলাকায় উচ্চ ফলনশীল, বিশেষ গুন সম্পন্ন নতুন ধানের জাত প্রচলনের উদ্দেশ্যে ব্রিধান ২৯ এর পরিবর্তে উক্ত এলাকায় ১০ জন উপকারভোগিকে ব্রিধান -৮৯, ও (এম এস-১) হাইব্রিড ধান প্রযুক্তি সম্প্রসারনের নিমিত্তে প্রদর্শনীর কাজ চলমান।

উপকুলীয় এলাকায় তেল ও ডাল ফসল চাষ সম্প্রসারণ প্রযুক্তি:

২০২১-২০২২ অর্থবছরের পিকেএসএফ এর কৃষি ইউনিটের আওতায় নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি নুসা পদ্মা উপকুলীয় এলাকায় তেল ও ডাল ফসল চাষকে আরো সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ০৫ জন কৃষককে সরিষার বীজ বিতরন করা হয়। উক্ত প্রদর্শনীর জন্য বীজের সাথে সার ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক উপকরন কৃষককে প্রদান করা হয়। এই প্রযুক্তিতে কৃষকগণ বাম্পার ফলন উৎপাদন করেছেন।

মৌসুমি সবজির বীজ বিতরণ:

বসত বাড়ির আশ-পাশে সবজির বীজ লাগানোর উদ্দেশ্যে ৫০ জন কৃষকের মাঝে লাউ, কুমড়া, লাল শাক,বেগুন বীজ বিতরন করা হয়। জৈব সার ব্যবহার করে কৃষকেরা নিরাপদ সব্জি উৎপাদন করে। অনেক লাভবান হয়েছেন এবং নিজেদের পুষ্টিমান বজায় রাখতে পেরেছেন। এই পদ্ধতির চাষাবাদ এলাকায় বেশ সাড়া ফেলেছে এবং অনেকেই উৎপানে আগ্রহ দেখাচ্ছেন।

জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২২ উদযাপন:

জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২২ নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা) কর্তৃক প্রতিবছরের ন্যায় এবছরেও পালন করা হয়েছে। দিবস উদযাপনের মধ্যে দিয়ে সকল শ্রেণীর মানুষকে নিরাপদ খাদ্য তৈরী ,বিক্রি ও খাবারের প্রতি আকৃষ্ট করা হয়।

গ্রীষ্মকালীন তরমুজ ও টমেটো উৎপাদন:

২জন কৃষক গ্রীষ্মকালীন তরমুজ ও টমেটো চাষ করে অনেক লাভবান হয়েছেন। তারা এবছরেও একই পদ্ধতিতে চাষাবাদ করতে আগ্রহবোধ দেখাচ্ছেন।

উচ্চ মূল্যের ফল উৎপাদনে নড়িয়া ও ডগ্রীতে ২ জন উদ্যোক্তা তৈরী করা হয়েছে:

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কৃষি অভিযোজন ক্লাষ্টার :

২০২১-২০২২ সনে নুসা কর্তৃক সমন্বিত কৃষি ইউনিটের আওতায় কৃষি প্রকল্পের সহায়তায় নড়িয়া ও ডগ্রী এলাকায় ১০টি ভাষমান বেড তৈরী করে শাক-সব্জী ও বীজতলা তৈরী করা হয়েছে। বর্ষা মৌসুমে যেখানে পানি উঠে এবং দীর্ঘদিন পানি অবস্থান করে কিন্তু কোন ফসল উৎপাদন করা যায় না সেখানে এই পদ্ধতিতে উৎপাদন করে আর্থিক লাভবান হওয়া যায়।

সমন্বিত কৃষি ইউনিটের আওতায় প্রাণী সম্পদ প্রকল্প

মাংসের জন্য ব্রয়লার টাইপ পেকিন হাঁস পালন:

নুসা ২০২১-২২ সনে ১৫ জন সদস্যকে পেকন হাঁস পালনের জন্য বাচ্চা এবং আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করেছে। সদস্যরা এ জাতীয় হাঁস পালনের মাধ্যমে স্বাবলম্বি হয়েছে।

সঠিক জীব-নিরাপত্তায় জলবায়ু সহিষ্ণু কালার ব্রয়লার পালন:

নুসা ২০২১-২২ সনে ১৫ জন সদস্যকে কালারব্রয়লার পালনের জন্য বাচ্চা এবং আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করেছে। সদস্যরা এ জাতীয় কালার মুরগী পালনের মাধ্যমে স্বাবলম্বি হয়েছে।

নিবিড় পদ্ধতিতে খাসি মোটাতাজাকরণ:

নুসা ২০২১-২২ সনে ১৫ জন সদস্যকে খাসি মোটাতাজা করনের জন্য আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করেছে। খাসি পালনের মাধ্যমে স্বাবলম্বি হয়েছে এবং অধিক লাভজনক বিধায় নিয়মিতভাবে খাসি মোটাতাজাকরন কার্যক্রম চারিয়ে যাচ্ছে।

বিশেষ আবাসন নিশ্চিত করে দেশী মুরগি পালন:

উত্তম ব্যবস্থাপনা মাধ্যমে গাভি পালন:

ফডার উৎপাদনে উদ্যোক্তা তৈরি:

নুসা বিশেষায়িত (প্রতিবন্ধিতা) বিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠিত : জাতীয় বীর কর্ণেল শওকত আলী ২০১১ ইং তারিখে প্রতিষ্ঠা করেন।

লক্ষ্য : প্রতিবন্ধী শিশুদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে সমাজের মূলশ্রোত ধারায় নেওয়া।

উদ্দেশ্য

- ✓ প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষিত করার জন্য বিদ্যালয়মুখী অভিগম্যতা নিশ্চিত করা।
- ✓ শরীর চর্চা ও বিনোদনের মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- ✓ খেলাধুলার মাধ্যমে জাতিয় আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে অংশগ্রহন করতে সক্ষম গড়ে তোলা।
- ✓ সামাজিক-সাংস্কৃতিক ধ্যান-ধারণা ও আচার-আচরণ সহজলভ্যতা করে শিক্ষা দেওয়া।
- ✓ দৈনন্দিন কাজে নিজেকে সক্ষম করে তোলা।

বিবরণঃ

বিদ্যালয়ে ৬০ জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। শিশু শ্রেনীতে ৩৭ জন, প্রথম শ্রেনী ০৮ জন, দ্বিতীয় শ্রেনী ০৪ জন, তৃতীয় ০৬ জন, চতুর্থ শ্রেনী ০৫ জন। একজন বি,এস,এড প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত দক্ষ প্রধান শিক্ষক, ২ জন সহকারী শিক্ষক, ২জন শিক্ষা সহকারী ও ১জন ভ্যান চালক রয়েছে। দুরের ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়তের জন্য ১টি ভ্যানের ব্যবস্থা রয়েছে। বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার পাশাপাশি নিয়মিত শরীর চর্চা, খেলাধুলা, সামাজিকতা ও স্পেশাল অলিম্পিক গেমস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

প্রতিবন্ধি শিক্ষার্থীদের খেলাধূলার অর্জনসমূহ

ক্রমিক	নাম	শ্রেনী	খেলার নাম	সন	প্রতিযোগিতার নাম	প্রাপ্ত স্থান
১	মহসিন সিকদার	২য়	সফট বল নিক্ষেপ	২০১২	জাতীয় পর্যায়	প্রথম
২	মহসিন সিকদার	২য়	বচি	২০১২	জাতীয় পর্যায়	২য়
৩	সিমা আক্তার	২য়	কবিতা আবৃত্তি	২০১৩	বিভাগীয় পর্যায়	২য়
৪	মোহাম্মদ আলী কাজী	প্রথম	এ্যাথলেটিকস	২০২০	জাতীয় পর্যায়	প্রথম
৫	হিমেল মৃধা	প্রথম	এ্যাথলেটিকস	২০২০	জাতীয় পর্যায়	৪র্থ

এযাবত অর্জন:

এ পর্যন্ত ১৫ জন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রী লিখতে ও পড়তে শিখেছে। এদের মধ্যে কেউ সাধারন বিদ্যালয়ে কেউ কর্মস্থলে যোগদান করেছে। এছাড়া ২ জন ছাত্রকে মোবাইল সার্ভিসিং প্রশিক্ষণ, ২ জন ছাত্রীকে সেলাই প্রশিক্ষণ ও ১ জন ছাত্রীকে পুতির সামগ্রী তৈরী প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে।

মোট ৭ জনকে পূনর্বাসিত করা হয়েছে:

ক্রঃ	নাম	পূনর্বাসনের ধরন	কোথায়
০১	মহসিন সিকদার	মুদি দোকান	নিজের
০২	মোঃ দিদার হোসেন	কৃষি কাজ	নিজ বাড়ী
০৩	মোঃ আলহাজ	কৃষি কাজ	নিজ বাড়ী
০৪	আলী ওসমান	কারখানা	ঢাকা
০৫	ফারজানা আক্তার	পুতির ব্যাগ তৈরী	নিজ বাড়ি, জাজিরা
০৬	সীমা আক্তার	পুতির ব্যাগ তৈরী	নিজ বাড়ি, কেদারপুর
০৭	ইয়াকুব হাওলাদার	ফার্নিসার তৈরী	অন্যের দোকান,ডিঙ্গামানিক

সরকারী সুবিধা:

উপজেলা সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে ১৭ জন ছাত্র-ছাত্রী কে উপবৃত্তি ও ৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রী কে প্রতিবন্ধী ভাতা সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা হয়েছে।

বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যাবলী :

- ✓ দলীয় সমাবেশ করা।
- ✓ নিয়মিত শরীর চর্চা করা।
- ✓ সাধারণ শিক্ষা কার্যক্রম
- ✓ চিত্রাংকন প্রাকটিস ও প্রতিয়োগিতার আয়োজন।
- ✓ স্পেশাল অলিম্পিক গেমস প্রশিক্ষণ
- ✓ বিনোদন ব্যবস্থা করা।
- ✓ দৈনন্দিন কার্যক্রম প্রশিক্ষণ।

নড়িয়া গণ পাঠাগার

সময়কাল : ১৯৯১ থেকে ফনডফসশ চলমান রয়েছে।

সহায়তায় : সংস্কৃতি মন্ত্রনালয়ের অনুদান ও নুসা'র নিজস্ব তহবিল।

বাজেট : ১০৮২০০ টাকা।

ভূমিকা:

জাতীয় বীর কর্ণেল শওকত আলী নিজে বই পড়তেন এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বই উপহার দিতে পছন্দ করতেন। তিনি নিজেও ৫টি বই লিখেছেন। বই প্রিয় মানুষ হিসাবে তিনি 'নড়িয়া গণ পাঠাগার' প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিদিন সকাল ০৯.০০ টা থেকে রাত ০৮.০০ টা পর্যন্ত পাঠাগার খোলা থাকে। স্কুল কলেজ পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রী, সরকারি বেসরকারি চাকুরীজীবি, ও অন্যান্য শ্রেণীর/পেশার শিক্ষিত মানুষ উপস্থিত হয়ে পত্রিকা, ম্যাগাজিন, উপন্যাস, ধর্মীয় ইত্যাদি বিষয়ক পুস্তকাদি পাঠ করে থাকেন।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : বই পড়া ও জ্ঞানলাভের জন্য এলাকার শিক্ষিত জনগনের আগ্রহ সৃষ্টি করা।

কর্মসূচী

১) পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

২) পাঠ অভ্যাস গঠনে বিভিন্ন কাযর্ক্রমের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৩) শিশুদের চিত্রাংকনের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা।

পাঠাগারে বর্তমানে মোট সংরক্ষিত বই-এর সংখ্যা ঃ ৩২০০ টি।

ক্রমিক নং	বই এর বিবরণ	সংখ্যা	মন্তব্য
০১	বঙ্গবন্ধু বিষয় বই	৫৬	পাঠাগারে ও বাড়ীতে নিয়ে পড়া যায়
০২	উপন্যাস বই	৪৬৬	-ঐ-
০৩	বিজ্ঞান ভিত্তিক বই	১৫১	-ঐ-
০৪	নারী ও শিশু বিষয়ক বই	১১৯	-ঐ-
০৫	বাংলাদেশ ও ভাষা বিষয়ক বই	১৮১	-ঐ-
০৬	ইংরেজী সাহিত্য বিষয়ক বই	৩৬৯	-ঐ-
০৭	বিভিন্ন শ্রেণীর গল্প বই	৩৭৭	-ঐ-

ক্রমিক নং	বই এর বিবরণ	সংখ্যা	মন্তব্য
০৮	স্বাস্থ্য তথ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক বই	৬৯	-ঐ-
০৯	ধর্মীয় বিষয়ক বই	৮৯	-ঐ-
১০	বিভিন্ন শ্রেণীর প্রবন্ধ বই	৯৬	-ঐ-
১১	বিজ্ঞান কল্প কাহিনী বিষয়ক বই	৭০	-ঐ-
১২	কবিতা বিষয়ক বই	২০৩	-ঐ-
১৩	রাজনীতি	১৬৬	-ঐ-
১৪	কৃষি ও পরিবেশ বিষয়ক বই	৮৮	-ঐ-
১৫	ইতিহাস বিষয়ক বই	৬৬	-ঐ-
১৬	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিষয়ক বই	১৯০	-ঐ-
১৭	আইন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বই	১০৬	-ঐ-
১৮	অমর একুশে বিষয়ক বই	১৩২	-ঐ-
১৯	কিশোর উপন্যাস বিষয়ক বই	৩০	-ঐ-
২০	অন্যান্য বই	১৭৬	-ঐ-
মোট বই		৩২০০ টি	

ফলাফল:

- ✓ স্থানীয় পাঠকদের জ্ঞান চর্চার অভ্যাস বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ✓ শিশুরা ও কিশোররা তাদের পছন্দমত ছড়া, কবিতা গল্প পড়তে পারে।
- ✓ সমাজের বিভিন্ন স্তরে জনসাধারনের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে চলতি বছর কোভিড ১৯ পরিস্থিতিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকাকালিন সময়ে পাঠাগার সুবিধার মাধমে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পাঠ্যাভাস ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

সম্বন্বিত নারী উন্নয়ন প্রকল্প

সময়কাল	: ১৯৯৯ থেকে নিয়মিত চলমান রয়েছে।
সহায়তায়	: শিশু ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুদান ও নিজস্ব তহবিল।
লক্ষ্য	: সফল নারী উদ্যোক্তা তৈরী ও নারীর ক্ষমতায়ন।
উদ্দেশ্য	: নারীদের সচেতনতার মাধ্যমে বাল্য বিবাহ রোধ, নারীর অধিকার ও দক্ষতা বৃদ্ধি ও নারীদের প্রশিক্ষনের মাধ্যমে আয়-বর্ধক কাজে নিয়োজিত করে আর্থীকভাবেলাভবান ও আত্ম নির্ভরশীল হতে সহায়তা করা।

কার্যক্রমের বিবরণ:

সমন্বিত নারী উন্নয়ন প্রকল্প (সনাউপ) একটি নির্বাহী কমিটি রয়েছে। নির্বাহী কমিটির সভায় রেজুলেশনের মাধ্যমে সংস্থার কার্যক্রম সুবিন্যস্ত হয়ে থাকে। সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার ;জন্য কর্মসূচীর ভিত্তিক নির্বাহী কমিটির সদস্যদের মধ্যে থেকে দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়োজিত করা হয়। সভানেত্রী সকল কর্মকান্ডের দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন।

অর্জন ঃ সমন্বিত নারী উন্নয়ন প্রকল্পের (সনাউপ) আওতায় সেলাই প্রশিক্ষণ, ব্লক বাটিক প্রশিক্ষণ, বিউটিশিয়ান প্রশিক্ষণ, ন্যাপকিন তৈরী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

কর্মসূচী :

১০ জন প্রশিক্ষিত উদ্যোগী নারী স্যানেটারী ন্যাপকিন তৈরীর কাজে নিয়োজিত হয়েছেন। সামান্য পূঁজি নিয়ে তারা বাজার প্রয়োজনীয় উপরকরণ ক্রয় করে ন্যাপকি তৈরীর ক্ষুদ্র উদ্যোগ হাতে নিয়েছেন। ন্যাপকিন তৈরী করে তারা কিশোরীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার কাজে সচেতনতা ও ব্যবহারের জন্য বিক্রি করবেন। এছাড়া স্থানীয় বাজারে বিভিন্ন ক্লিনিকে সরবরাহের উদ্যোগ নিয়েছেন।

দুস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) কর্মসূচী

প্রকল্পের মেয়াদকাল : ১ আগষ্ট ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত।

সহায়তায় : মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর,ঢাকা।

বাজেট : ১৬,৭৬,৮০৩ টাকা

প্রকল্পে নিয়োজিত জনবল:

প্রজেক্ট ম্যানেজার ১ জন, মাঠ প্রশিক্ষক ৫ জন এবং সংস্থার প্রধান কার্যালয় থেকে হিসাব রক্ষক ১ জন ও ১জন ফোকাল পার্সন এ প্রকল্পে দায়িত্ব পালন করেন।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

দারিদ্রতা নিরসনে সরকারী প্রতিশ্রুতি এসডিজি বাস্তাবায়ন করার লক্ষ্যে একটি সামাজিক নিরাপত্তাবলয় গড়ে তোলার মাধ্যমে দু:স্থ ও দরিদ্র মহিলাদের খাদ্য অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাদের আত্মকর্মমূখী করে গড়ে তোলাই এ কর্মসূচীর প্রধান লক্ষ্য।

এ ছাড়াও মাসিক খাদ্য বিতরণের মাধ্যমে পারিবারিক চাহিদা পূরণ, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবনদক্ষতা ও আয়-বর্ধক কাজে দক্ষতা অর্জন এবং সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন করে তা দিয়ে আয়বর্ধক কাজে আত্মনির্ভরশীল হওয়া।

কর্মএলাকা:

ক্রমিক	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	উপকারভোগী সংখ্যা	মন্তব্য
১	শরীযতপুর	নড়িয়া	১১	১৭৮৫	সম্পূর্ন উপজেলা
২	শরীয়তপুর	ডামুড্যা	০৪	১০০০	আংশিক উপজেলা
মোট			১৫	২৭৮৫	

কার্যক্রম:

ভিজিডি কার্ডধারী মহিলাদের ও আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

জীবনদক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

বিষয়	মেয়াদ	সংখ্যা	প্রশিক্ষণলব্দ দক্ষতার বিবরণ
ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা	৩ দিন	২৭৮৫ জন	ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে জানতে ও শিখতে পারা
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব	৩ দিন	২৭৮৫ জন	দুর্যোগকালীন, পূর্ব ও পরবর্তীতে কি করনীয় সে সম্পর্কে জানা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি সম্পর্কে জানতে পারা
মা ও শিশু এবং কিশোরীর স্বাস্থ্য খাদ্য ও পুষ্টি	৩ দিন	২৭৮৫ জন	মা ও শিশু এবং কিশোরীর স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চয়তা মেনে জীবন-যাপন করা

বিষয়	মেয়াদ	সংখ্যা	প্রশিক্ষণলব্দ দক্ষতার বিবরণ
নারীর ক্ষমতায়ন	৩ দিন	২৭৮৫ জন	নারীর অধিকার ও নারী নেতৃত্বের বিকাশ লাভ করতে পারা
এইচ আই ভি এইডস, মাদক ও তামাকজাত দ্রব্যের প্রভাব	৩ দিন	২৭৮৫ জন	এইচ আই ভি এইডস, মাদক ও তামাকজাত দ্রব্যের প্রভাবের ফলে যেসকল ক্ষতিরসম্মুখীন হয় সে সম্পর্কে জানা এবং এই সকল কু অভ্যাস থেকে নিজেকে ও অন্যকে দূরে ও নিরাপদে রাখা

আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ

বিষয়	মেয়াদ	সংখ্যা	প্রশিক্ষণলব্দ দক্ষতার বিবরণ
উদ্যোক্তা উন্নয়ন	৩ দিন	২৭৮৫ জন	উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করা
দেশী মুরগী ও হাঁস পালন	৩ দিন	২৭৮৫ জন	দেশী মুরগী ও হাঁস পালনের বিষয়ে জেনে সে কাজ করে লাভবান হওয়া
বাড়ির পাশে সবজি চাষ এবং গরু ও ছাগল পালন	৩ দিন	২৭৮৫ জন	বাড়ির পাশে সবজি চাষ এবং গরু ও ছাগল পালন করে আয় বৃদ্ধি করা।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি, চরসেনসাস

প্রকল্পের নাম	: সমৃদ্ধি কর্মসূচি
প্রকল্পের মেয়াদকাল	: চলমান
দাতা সংস্থা	: পল্লীকর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
বাজেট টাকা	: ২০১৮-১৯ সালের বাজেট ৩৬৮০৭৯০/-টাকা
লক্ষ্য	: দরিদ্র পরিবার সমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি,মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করা।
উদ্দেশ্য	: কর্মসূচির আওতাধীন পরিবারগুলোকে বিভিন্ন সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ক্ষমতায়িত করা, প্রত্যেক ব্যাক্তির ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা যাতে তারা টেকসইভিত্তিতে তাদের দারিদ্র হ্রাস করে তা দূরীকরন এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে লক্ষ্যে দৃপ্ত পদক্ষেপ এগিয়ে যান এবং মানব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত।

কাজের ধরন ঃ

স্বাস্থ্যসেবা

- স্যাটেলাইট
- স্ট্যাটিক
- স্বাস্থ্যক্যাম্প
- বিশেষ চক্ষু শিবির
- ছানি অপারেশন

স্যাটেলাইট — প্রতিমাসে এম বি বি এস ডাক্তার দ্বারা চারটি স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন মাধ্যমে অসুস্থ্য মানুষদের সেবা প্রধান করা হয়

স্ট্যাটিক — সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মকতার মাধ্যমে ১৬ টি স্ট্যাটিক ক্লিনিক আয়জন করা হয়। একটি স্ট্যাটিক ক্লিনিক কমপক্ষে ১০ জন রুগীকে সেবা দেওয়া হয়।

স্বাস্থ্যক্যাম্প — প্রতি তিন মাস পর পর ৩ জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা স্বাস্থ্যক্যাম্প করা হয় ।প্রতি বছরে মোট চারটি স্বাস্থ্যক্যাম্প করা হয়।

বিশেষ চক্ষু শিবির — প্রতি বছর একবার চোখের ডাক্তার দ্বারা বিশেষ চক্ষু শিবির আয়জনকরা হয়।

শিক্ষা

৩০টি বৈকালিক স্কুল। শিশু, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনিক পাঠ পরিকল্পনার ভিত্তিতে পাঠদান করা হয়। দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় থেকে ঝড়ে পড়া রোধ করা, শিক্ষার্থীদের মানোন্নয়ন করা, শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় ভীতি দূর করা।

পরিবারের আয় বৃদ্ধি

পরিবারের আয় বৃদ্ধির জন্য আইজিএ ঋণের পাশাপাশি উন্নত পদ্ধতিতে গাভী পালন, মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন, হাঁস মুরগী পালন, মাছ চাষ, সবজি চাষ, ও ভার্মি-কম্পোস্ট সার উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষন প্রদান।

সামাজিক উন্নয়ন

ওয়ার্ড সেন্টার ঃ ৯টি ওয়ার্ড সেন্টার স্থাপন, ওয়ার্ড সেন্টারে ৯ টি গভীর নলকূপ ও ৯টি স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন। প্রতি ওয়ার্ড সেন্টারে ৩০ টি করে চেয়ার ও ২ টি করে টেবিল রয়েছে।

উদ্যমী সদস্য ঃ প্রতি বছর ২ জন করে এই পর্যন্ত ৬ জন উদ্যমী সদস্য কে পূনর্বাসন করা হয়েছে।

বিশেষ সঞ্চয় প্রকল্প

প্রতিবন্ধি ও হত দরিদ্র মহিলা প্রধান সহ ১০ জনকে বিশেষ সঞ্চয় প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে।

মাসিক সমন্বয় সভা

সামাজি সচেতনতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধিও জন্য দ্বিমাসিক ভিত্তিতে ৯ টি করে ওয়ার্ড মাসিক সমন্বয় সভা ও যুব মাসিক সমন্বয় সভা করা হয়।

তালের বীজ রোপন

সমন্বিত যুব সদস্যদের নিয়ে ওয়ার্ড সেন্টারের আশে-পাশে তালের বীজ রোপন করা হয়েছে।

অন্যান্য

এছাড়াও সমন্বিত যুব সদস্যদের নিয়ে জাতীয় যুব দিবস পালন, মাদক ও বাল্য বিবাহ বিরোধী পচার ও বেকারত্ব দূর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়।

স্যানিটেশন

স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রতি বছর ১০০ টি দরিদ্র পরিবারকে ৫টি করে রিং, ১ টি স্লাব ও ১ টি ঢাকনা প্রদান করা হয়েছে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহারের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ৩০০ টি পরিবারকে বিনামূল্যে ল্যাট্রিন স্থাপনের উপকরন প্রদান করা হয়েছে।

ঋণ কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মএলাকায় জনসাধারনের জীবন মান উন্নায়নের জন্য আইজিএ, এসিএল, এলডিএল ঋন প্রদান করা হয়।

অর্জনসমূহ ঃ এক নজরে সমৃদ্ধি কর্মসূচীর কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ।

চরসেনসাস সমৃদ্ধি কার্যক্রম শুরু হয় ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাস থেকে জুলাই ২০২২ পর্যন্ত।

ক্রমিক	বিবরন	অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা	এপর্যন্ত
১.	স্বাস্থ্য কার্ড বিক্রি	২৭০০	৪৫০৫
২.	স্ট্যাটিক ক্লিনিক আয়োজন	১৯২	৫৮২
৩.	স্ট্যাটিক ক্লিনিকে সেবাগ্রহনকারী	১৯২০	৫৩২৯
৪.	স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন	৪৮	১৩১
৫.	স্যাটেলাইট ক্লিনিকে সেবাগ্রহনকারী	১২০০	৩৮৬৩
৬.	স্বাস্থ্যক্যাম্প	৪	১১
৭.	স্বাস্থ্যক্যাম্প সেবাগ্রহনকারী	৬০০	২২৯৭
৮.	চক্ষুক্যাম্প	১	৩
৯.	চক্ষুক্যাম্প সেবাগ্রহনকারী	২০	১০৩
১০.	ডায়াবেটিক পরীক্ষা		৬৪৬
১১.	উঠান বৈঠক	৪৩২	২০৬৩
১২.	চলমান শিক্ষাকেন্দ্র	৩০	৩০
১৩.	বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	৯০০	৯০০
১৪.	ওয়ার্ড সমন্বয় সভা	১১৭	২৮৮
১৫.	সমন্বিত যুব সভা	১৮০	১৮
১৬.	ইউনিয়ন সমন্বয় সভা	২	৫
১৭.	যুব প্রশিক্ষন	৭	১৬
১৮.	বর্তমানে জীবিত ঔষধি গাছের সংখ্যা		৪০
১৯.	সমৃদ্ধি কেন্দ্র স্থাপন	৯	৯
২০.	সমৃদ্ধি কেন্দ্র নলকূপ স্থাপন	৯	৯
২১.	সমৃদ্ধি কেন্দ্র ল্যাট্রিন স্থাপন	৯	৯
২২.	সমৃদ্ধি কেন্দ্র ফেনক্রয় (৯ ওয়ার্ডেও জন্য ১ টি করে)	৯	৯
২৩.	সমৃদ্ধি কেন্দ্র সোলার সিস্টেম ক্রয় (৯ ওয়ার্ডেও জন্য ১ টি করে)	৯	৯
২৪.	সমৃদ্ধি কেন্দ্র চেয়ার ক্রয় (৯ ওয়ার্ডেও জন্য ৩০ টি করে)	৩০	২৭০
২৫.	সমৃদ্ধি কেন্দ্র টেবিল ক্রয় (৯ ওয়ার্ডেও জন্য ২ টি করে)	২	১৮

সমৃদ্ধি বৈকালিক স্কুলে পাঠ দান করা হচ্ছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচী।

সামাজিক উন্নয়ন এবং ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পুরস্কার বিতরণ।

স্বাস্থ্যক্যাম্প ও স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে রোগীদের সেবা প্রদান।

ঋণী সদস্যদের আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।

এক নজরে প্রবীন কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ (অক্টোবর- ২০২২ পর্যন্ত)

শাখা	ক্রমিক	কর্ম কান্ডের নাম	এ পর্যন্ত অর্জন
বালার বাজার	১	প্রবীন সদস্য(নারী)	৬০৯
	২	প্রবীন সদস্য(পুরুষ)	৬১০
	৩	মোট প্রবীন সদস্য	১২১৯
	৪	প্রবীন সঞ্চয়ী সদস্য	৯৭
	৫	প্রবীন ঋনী (পুরুষ)	৫৭
	৬	প্রবীন ঋনী (নারী)	১৩
	৭	মোট প্রবীন ঋনী সদস্য	৭০
	৮	ঋন স্থিতি	২০৬৪৪১৪
	৯	সঞ্চয় স্থিতি	৪৭২৪৪৬
	১০	বকেয়ার পরিমান	৬৯৮০১
	১১	বকেয়া ঋনী সদস্য	৬
	১২	কম্বল বিতরন	২৮০
	১৩	ছাতা বিতরন	৪০
	১৪	কমোড চেয়ার বিতরন	৪০
	১৫	ওয়াকিং স্টিক বিতরন	৪০
	১৬	হুইল চেয়ার বিতরন	৭
	১৭	শ্রেষ্ট প্রবীন সম্মাননা প্রদান (পুরুষ)	১৭
	১৮	শ্রেষ্ট প্রবীন সম্মাননা প্রদান (নারী)	৫
	১৯	শ্রেষ্ট সন্তান সম্মাননা প্রদান (পুরুষ)	৯
	২০	শ্রেষ্ট সন্তান সম্মাননা প্রদান (নারী)	৪
	২১	পরিপোষক ভাতা প্রদান(পুরুষ) জন	১০৬
	২২	পরিপোষক ভাতা প্রদান(নারী) জন	৯৪
	২৩	পরিপোষক ভাতা প্রদান (টাকা)	২০১০০০০
	২৪	প্রবীন কমিটি কতৃক আয়োজিত সভা	২৬১
	২৫	স্যাটেলাইট ক্লিনিকে প্রবীন সেবা গ্রহনকারীর সংখ্যা	৩৩৩৮
	২৬	মৃতঃ সৎকার(জন) প্রতি জনে ২০০০/- করে	৭২
	২৭	মৃতঃ সৎকার (টাকা)	১৪৪০০০

এক নজরে সমৃদ্ধি কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ (সেপ্টেম্বর-২০২২ পর্যন্ত)

শাখা	ক্রমিক	নাম	লক্ষ্যমাত্রা	চলতি বছরে অর্জন	এ পর্যন্ত অর্জন
বালার বাজার শাখা চরলেনসাস ইউনিয়ন	১	স্বাস্থ্যকার্ড বিক্রি	২৭৪১০০/-	৫৪০০০/-	১১৭৪৫০০/-
	২	স্ট্যাটিক ক্লিনিক আয়োজন	১৯২	৪৮	১৩৯৪
	৩	স্ট্যাটিক ক্লিনিক সেবা গ্রহনকারী	১৯২০	৬২৬	১৩৪০৭
	৪	স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন	৪৮	১২	২৬৩
	৫	স্যাটেলাইট ক্লিনিক সেবা গ্রহনকারী	১২০০	৫১৩	৭৯৬৫
	৬	স্বাস্থ্যক্যাম্প আয়োজন	৪	০	১৯
	৭	স্বাস্থ্যক্যাম্পে সেবা গ্রহনকারী	৬০০	০	৩৩২৩
	৮	চক্ষুক্যাম্পের আয়োজন	১	০	৫
	৯	চক্ষুক্যাম্পের সেবা গ্রহনকারী	২০	০	৭২১
	১০	ডায়াবেটিক পরীক্ষা	০	২৩	২৮৪৩
	১১	উঠান বৈঠক	৪৩২	১০৮	২৮৮৫
	১২	চলমান শিক্ষাকেন্দ্র	৩৫	৩৫	৩৫
	১৩	বর্তমান শিক্ষাকেন্দ্রে ছাত্রছাত্রী	১০৫০	১০৫০	১০৫০
	১৪	ওয়ার্ড সমন্বয় সভা	৫৪	১৮	৩৭৪
	১৫	সমন্বিত যুব সভা	৫৪	০	৯৪
	১৬	ইউনিয়ন সমন্বয় সভা	২	০	৯
	১৭	যুব প্রশিক্ষন গ্রহন	০	০	৪৮০
	১৮	আই জি এ প্রশিক্ষন	২৫০	০	৬২৫
	১৯	সমৃদ্ধি কেন্দ্র স্থাপন	৯	০	৯
	২০	সমৃদ্ধি কেন্দ্রে নলকুপ স্থাপন	৯	০	৯
	২১	সমৃদ্ধি কেন্দ্রে ল্যাট্রিন স্থাপন	৯	০	৯
	২২	ছানি অপারেশন	১৭	০	১৮০
	২৩	ভিক্ষুক পুনর্বাসন	২	০	৮
	২৪	পারিবারিক ল্যাট্রিন বিতরণ	১০০	০	৪০০
	২৫	সমৃদ্ধি বাড়ি তৈরী	৫০	০	৫০
	২৬	ভার্মি কম্পোষ্ট প্লান্ট স্থাপন	৫০	০	৫০
	২৭	বিশেষ সঞ্চয়	৫	০	২০
	২৮	সামাজিক প্রতিষ্টানের নলকুপ স্থাপন	২০	০	২০
	২৯	মোট আইজিএ সদস্য সংখ্যা	৯৫৭	৯৫৭	৯৫৭
	৩০	মাস শেষে চলমান ঋন গ্রহিতার সংখ্যা	৭৭৭	৭৭৭	৭৭৭
	৩১	মাস শেষে ঋনস্থিতি	৫৩৩১১৬৯১	৫৩৩১১৬৯১	৫৩৩১১৬৯১
	৩২	মাস শেষে সঞ্চয়স্থিতি	১৩৮০৪১৭৯	১৩৮০৪১৭৯	১৩৮০৪১৭৯
	৩৩	সমৃদ্ধি কেন্দ্রে টেবিল ক্রয় (৯ ওয়ার্ডেও জন্য)	২	০	১৮

শাখা	ক্রমিক	নাম	লক্ষ্যমাত্রা	চলতি বছরে অর্জন	এ পর্যন্ত অর্জন
বালার বাজার শাখা চরনেগসাস ইউনিয়ন	৩৪	কৃমি নাশক ওষধ বিতরণ	০	১০০০	৪২১৫০
	৩৫	পুষ্টিকনা বিতরণ(প্যাকেট)	০	০	৯২৪
	৩৬	আয়রন ফলিক এসিড বড়ি বিতরণ	০	১২০০	৬১৭০০
	৩৭	ক্যালসিয়াম বড়ি বিতরণ	০	১২৭০	৪৪৫৭০
	৩৮	প্রবীন জনগোষ্টিকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে	০	৫০	৩৪৭৮
	৩৯	০-৫৯ মাস বয়সী শিশুকে সেবা প্রদান করা হয়েছে	০	১০৫	৩৭২৫
	৪০	দুদ্ধদানকারী মায়ের প্রসবোত্তর সেবা প্রদান করা হয়েছে	০	৯৬	৬৬৫৬
	৪১	যুব কমিটি গঠন	০	৯	৯
	৪২	যুবকমিটির সদস্য সংখ্যা	০	১৯৮	১৯৮
	৪৩	যুব সমন্বয় সভার আয়োজন	০	৯	৩২৪
	৪৪	যুবমেলার আয়োজন	০	০	
	৪৫	অনুদানসহ বিশেষ সঞ্চয় ফেরত পেয়েছে(জন)	০	০	২০
	৪৬	বিশেষ সঞ্চয় ফেরত পেয়েছে(টাকা)	০	০	৩৬৮৪০০
	৪৭	পিকেএসএফ এর অনুদান পেয়েছে	০	০	৩২৮৮০০
	৪৮	পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনা করা হয়েছে	০	২৯	১৮৯৮
	৪৯	প্রবীন কমিটি সংখ্যা (ওয়ার্ড)	০	০	৯
	৫০	প্রবীন কমিটি সংখ্যা (ইউনিয়নে)	০	০	১
	৫১	প্রবীন কমিটি কতৃক আয়োজিত সভা(ওয়ার্ড)	০	০৯	২৭৯
	৫২	প্রবীন কমিটি কতৃক আয়োজিত সভা(ইউনিয়নে)	০	০	২৯
	৫৩	প্রবীন সম্মননা ও এককালিন আর্থিক সুবিধা(জন)	০	৫	২২
	৫৪	শ্রেষ্ট সন্তান সম্মাননা প্রদান(জন)	০	৫	১৩
	৫৫	মৃত সৎকারের জন্য অর্থ প্রদান (জন)	০	৪	৭২
	৫৬	কম্বল বিতরণ	০	০	২৮০
	৫৭	ছাতা বিতরণ	০	০	৪০
	৫৮	কমোড বিতরণ	০	০	৪০
	৫৯	ওয়াকিং স্টিক বিতরণ	০	০	৪০
	৬০	হুইল চেয়ার বিতরণ	০	৩	৭
	৬১	সামাজিক কন্দ্রে স্থাপন	০	০	১
	৬২	মাসিক পরিপোষক ভাতা প্রদান নারী(জন)	০	০	৯৪
	৬৩	মাসিক পরিপোষক ভাতা প্রদান পুরুষ(জন)	০	০	১০৬
	৬৪	মাসিক পরিপোষক ভাতা প্রদান নারী(টাকা)	০	০	১১৪৫৫০০
	৬৫	মাসিক পরিপোষক ভাতা প্রদান পুরুষ(টাকা)	০	০	৮৬৪৫০০
	৬৬	মোট পরিপোষক ভাতা প্রদান(নারী+ পুরুষ) টাকা	০	০	২০১০০০০
	৬৭	দিবস উদযাপন	৪	০	২৬
	৬৮	সমৃদ্ধি কেন্দ্রে ফ্যান ক্রয় (৯ ওয়ার্ডেও জন্য)	৯	০	৯
	৬৯	সমৃদ্ধি কেন্দ্রে সোলার সিস্টেম ক্রয় (৯ ওয়ার্ডের জন্য)	৯	০	৯
	৭০	সমৃদ্ধি কেন্দ্রে চেয়ার ক্রয় (৯ ওয়ার্ডেও জন্য)	৩০	০	২৭০

এক নজরে সকল তথ্য সমৃদ্ধি কর্মসূচি

শাখা	ক্রমিক	কর্ম কান্ডের নাম	সংখ্যা/জন	২০২১-২০২২ লক্ষ্যমাত্রা	২০২১-২০২২ অর্জন	কম/বেশি	ক্রমপুঞ্জিভুত
বালার বাজার	১	স্বাস্থ্য কার্ড বিক্রি	সংখ্যা	২৭০০	সংখ্যা	১১১০	১০৮৪৫
	২	ষ্ট্যাটিক ক্লিনিক আয়োজন	সংখ্যা	১৭৪	সংখ্যা	০	১৩১৩
	৩	ষ্ট্যাটিক ক্লিনিক সেবাগ্রহনকারী	জন	১৭৫০	জন	৭১	১২৩৩৯
	৪	স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন	সংখ্যা	৩০	সংখ্যা	০	২৪৩
	৫	স্যাটেলাইট ক্লিনিক সেবাগ্রহনকারী	জন		জন	৩৫৫	৭১৭৯
	৬	সাধারন স্বাস্থ্যক্যাম্প	সংখ্যা	২	সংখ্যা		১৮
	৭	সাধারন স্বাস্থ্যক্যাম্প সেবাগ্রহনকারী	জন	৩০০	জন	১০৮	৩১০৫
	৮	বিশেষ চক্ষু ক্যাম্প	সংখ্যা	১	সংখ্যা	১	৫
	৯	বিশেষ চক্ষু ক্যাম্প সেবাগ্রহনকারী	জন	১৫০	জন	১৫০	৭২১
	১০	ছানি অপারেশন	সংখ্যা	১৫	সংখ্যা	১	১৮০
	১১	ভিক্ষুক পূনর্বাসন	সংখ্যা		সংখ্যা		৮
	১২	ডায়বেটিক পরীক্ষা	সংখ্যা		সংখ্যা		২৭৫৪
	১৩	উঠান বৈঠক	সংখ্যা	২১৬	সংখ্যা	৭২	২৭০৫
	১৪	সমৃদ্ধি বাড়ি	সংখ্যা		সংখ্যা		৫০
	১৫	চলমান শিক্ষাকেন্দ্র	সংখ্যা	৩৫	সংখ্যা		৩৫
	১৬	ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	সংখ্যা	১০৫০	সংখ্যা		১০৫০
	১৭	বিশেষ সঞ্চয় সদস্য	সংখ্যা		সংখ্যা		২০
	১৮	সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘর	সংখ্যা		সংখ্যা		৯
	১৯	ওয়ার্ড সভা	সংখ্যা	২৭	সংখ্যা	০	৩৪৭
	২০	যুব সভা	সংখ্যা	২৭	সংখ্যা	০	৮৫
	২১	পারিবারিক ল্যাট্রিন	সংখ্যা	০	সংখ্যা	০	৪০০
	২২	সামাজিক নলককুপ	সংখ্যা	০	সংখ্যা	০	১৮
	২৩	ভার্মিকম্পোষ্ট	সংখ্যা	০	সংখ্যা	০	৫০
	২৪	আয়রন ট্যাবলেট	সংখ্যা	০	সংখ্যা	১১০০	৫৮৩০০
	২৫	ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট	সংখ্যা	০	সংখ্যা	১৩০০	৪০৯০০
	২৬	কৃমি ট্যাবলেট	সংখ্যা	০	সংখ্যা	৮০০	৪০৩৫০
	২৭	পুষ্টি কনা	সংখ্যা	০	সংখ্যা	৩৯০	২৮৮৯০

সফলতার গল্প

নাম	: হাওয়া বেগম।
স্বামী	: হযরত আলী।
পিতার নাম	: মোঃ আলী মজুমদার।
মাতার নাম	: সহুরা বেগম।
বয়স	: ৪৬ বছর।
পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা	: ৪ জন।
ঠিকানা	: গ্রামঃ চল্লিশ ঘর বালাকান্দি, ইউনিয়নঃ চরসেনসাস, ভেদরগঞ্জ, শরীয়তপুর।

হাওয়া বেগম ১৯৭৫ সালে শরীয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ থানার চরসেনসাস ইউনিয়নের চল্লিশঘর বালাকান্দি গ্রামে অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহন করেন। তার পিতা ভূমিহীন হওয়ায় বর্গা চাষী হিসেবে অন্যের জমি চাষাবাদ করতেন। এই অভাব অনটনের মধ্যেই তিনি বড় হতে থাকেন। তার বয়স যখন ০৭ বছর হয় তখন তার বাবা টাইফয়েড এ আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এরপর তিনি ভাইদের সংসারেই বড় হতে থাকেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস ১০ বছর বয়সে তার মা মারা যায়। এসময় তাকে দু:খ কস্টের সাথে লড়াই করে বড় হতে হয়। তার বয়স যখন ১৮ বছর হয় তখন তার ভাই ও এলাকাবাসির অর্থিক সহযোগীতায় তার বিবাহ কাজ সম্পন্ন করা হয়। প্রথম অবস্থায় তিনি স্বামীর সংসারে ভালোভাবেই দিনযাপন করতে ছিলেন । কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এ সুখ তার জীবনে বেশি দিন সয়নি। মাত্র দুই বছর সংসার করার পর তার স্বামী হঠাৎ মারা যান। তিনি আবার পালছেড়া তরীর মত দু:খের সাগরে হাবুডুবু খাইতে থাকেন । তাই তিনি জীবন ধারনের তাগীদে বেছে নেন ভিক্ষা বৃত্তি । এরপর ভিক্ষা করেই তিনি তার জীবিকা নির্বাহ করতেন । দীর্ঘ ১৩ বছর তিনি ভিক্ষাবৃত্তির সাথে জড়িত থাকেন। এই অভাব অনটনের মধ্যেই কেটে যায় ১৩টি বছর।

পুনর্বাসন পরবর্তী ছবি।

৩১ বছর বয়সে শারীরিক অসুস্থতার কারনে পরিশ্রম করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। যার ফলশ্রুতিতে তাকে আবার ফিরে যেতে হয় ভাইয়ের সংসারে। এসময় তাকে ভাই ও এলাকাবাসীর আর্থিক সহযোগীতা নিয়ে বেচে থাকতে হয়।

২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চরসেনসাস ইউনিয়নে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন এর সহযোগীতায় নড়িয়া উন্নয়ন সমিতির পরিচালনায় সমৃদ্ধি কার্মসূচি চালু হয়। এই কর্মসূচির আওতায় ভিক্ষুক পূনর্বাসন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৯ সালে ৭৫ হাজার টাকা দিয়ে একটি গাভী ও ২৫ হাজার টাকা দিয়ে ছাগল,হাসমুরগী কবুতর ক্রয় করে দেওয়া হয়। এই ক্ষুদ্র ব্যাবসার মাধ্যমে তার এখন মাসে ৩-৪ হাজার টাকা আয় হয়। এখন তাকে আর ভিক্ষা করতে হয়না। সে এখন তার পরিবার নিয়ে সুখে শান্তিতে জীবন নির্বাহ করছে।

সফলতার গল্প-২

মোঃ মালেক গাজি খুব দ্ররিদ্য একজন কৃষক সে পরের জমিতে ছোট ঘড় তৈরি করে বসবাস করে। তার পিতার কোন জমি ছিলো না তাই তারা পরের জমিতে থাকতো। যখন তার ৬০ বছর তখন থেকেই চোখে দেখতে পারতো না ছানির কারনে। সে তার নিজের কাজ ও করতে পারতো না। তখন সে তার পরিবারের বোঝা হয়ে পরে। দ্ররিদ্য পরিবারে সদস্য সংখ্যা ৭ জন। মোঃ নুর ইসলামের ছেলে কৃষক। দিন আনে দিন খায় তাই তার বাবার চিকিৎসা ঠিক মতন করতে পারে নাই।এমন অবস্থায় সে ঘর থেকে বাহির হতে পারতো না। নিজের কাজ নিজে করতে না পারার কারনে অপরের উপর নির্ভর হয়ে পরলো। মোঃ নুরুল ইসলামের দুই চোখে ছানি ছিল। নুসা সমৃদ্ধি কর্মসূচির অওতায় ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ছানি রুগি বাছাই করে তাকে অপারেশন করা হয়। এখন সে তার চোখে দেখতে পারে। নিজের কাজ নিজে করতে পারে। বাজারে যায়, বাজার করে। মসজিদে একাই যেতে পারে। এখন সে ভালো।

ছানি অপারেশনের পরবর্তী ছবি

স্কীল ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP)

সময়কাল : জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত।

দাতা সংস্থা : পল্লী কর্ম-সহায়কফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।

বাজেট

বাজেট নিম্নরুপ ঃ

ক্রমিক	ট্রেডের নাম	মেয়াদকাল	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	বাজেট/টাকা
০১	অটো মেকানিক্স	৩ মাস	৫০ জন	২০,২২,৯৫০
০২	ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন এন্ড মেইনটেনেন্স	৩ মাস	৫০ জন	১৯,৮১,৭০০
০৩	ফ্যাশন গার্মেন্টস	৩ মাস	৫০ জন	১৯,৬২,৪৫০
০৪	কনজ্যুমার ইলেকট্রনিক্স	৩ মাস	৫০ জন	১৯,৫১,৪৫০
০৫	মোবাইল ফোনসার্ভিসিং	৩ মাস	৫০ জন	১৯,৫১,৪৫০
মোট =			২৫০ জন	৯৮,৭০,০০০

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশের জন সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ ১৫-৪৫ বছর বয়স সীমার মধ্যে অবস্থান করছেন এবং এই বিপুল জনগোষ্ঠির একটি বড় অংশই প্রতিনিয়ত প্রয়োজনীয় দক্ষতা ছাড়াই কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করছে। ফলে তাদের কাঙ্খিত অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা অর্জিত হচ্ছে না। যার ফলশ্রুতিতে পরিবার ও দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে কাঙ্খিত অবদান রাখতে পারছে না। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক গতিশীলতা ত্বরান্বিত করণে বৈদেশিক রেমিটেন্সের ভুমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশে কর্মরত সিংহভাগ বাংলাদেশিই অদক্ষ অথবা দক্ষ যারা নিম্নকর্ম পরিবেশে নিম্ন মুজুরীর কর্মে নিয়োজিত। বিদেশে দক্ষ কর্মী প্রেরণের মাধ্যমে বৈদেশিখ রেমিটেন্সের উচ্চ প্রবাহ নিশ্চিতকরণ সম্ভব।

এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের নিম্ন আয়ের পরিবারের সন্তানদেও মধ্যে হতে প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্তদের চাহিদা মাফিক দক্ষত উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান তৈরীর লক্ষ্যে গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক (ADB), সুইসএজেন্সি ফর ডেভলপমেন্ট এন্ড কো-অপারেশন (SDC) এর অর্থায়নে ও পল্লী কর্ম সহায়কফাউন্ডেশন (PKSF) এর কারিগরী সহায়তায় নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা) ও নড়িয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট (এনপিআই) যৌথভাবে Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

লক্ষিত উপকারভোগীর সংখ্যা ঃ ২৫০ জন।

লক্ষ্য ঃ কর্মক্ষম যুবদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা।

চলমান প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ

ক্রমিক	কোর্সেরনাম	মেয়াদ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মন্তব্য
০১	অটো মেকানিক্স	৩ মাস	৫০ জন	২০২৫ সাল পর্যন্ত প্রশিক্ষণ চলবে
০২	মোবাইল ফোন সার্ভিসিং	৩ মাস	৫০ জন	২০২৫ সাল পর্যন্ত প্রশিক্ষণ চলবে
০৩	ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন এন্ড মেইনটেনেন্স	৩ মাস	৫০ জন	২০২৫ সাল পর্যন্ত প্রশিক্ষণ চলবে
০৪	ফ্যাশন গার্মেন্টস	৩ মাস	৫০ জন	২০২৫ সাল পর্যন্ত প্রশিক্ষণ চলবে
০৫	কনজ্যুমার ইলেকট্রনিক্স	৩ মাস	৫০ জন	২০২৫ সাল পর্যন্ত প্রশিক্ষণ চলবে
মোট =			২৫০ জন	২০২৫ সাল পর্যন্ত প্রশিক্ষণ চলবে

উদ্দেশ্যঃ

এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো দক্ষথা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বাজার চাহিদার সাথে সংগতি রেখে জন সম্পদ দৈরী করা এবং প্রশিক্ষণ শেষে আয় ও উৎপাদনশলীল মুজুরীভিত্তিক কর্ম সংস্থান এবং আত্ম-কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করে কমপক্ষে ৬০% প্রশিক্ষণার্থীদের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবার ও ব্যক্তির মানব মর্যদা প্রতিষ্ঠা করা যাতে তারা টেকসইভাবে নিজ নিজ জীবনমান উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়।

কর্ম এলাকাঃ

বাংলাদেশের যে কোন জেলার নাগরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে।

কার্যক্রমের বিবরণ :

- ✓ ৩ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- ✓ অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকদ্বারা মান সম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান
- ✓ প্রতিটি ট্রেডের জন্য ২ জন প্রশিক্ষক দিয়ে প্রশিক্ষণ করানো হয়।
- ✓ প্রশিক্ষণার্থীদের জব ভিত্তিক প্রশিক্ষণ মান যাচাই করা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা
- ✓ প্রতিটি ব্যাচে ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থীও প্রশিক্ষণ করানো হয়।
- ✓ প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর আবাসন বাধ্যতামূলক।
- ✓ ৮০% প্রাকটিক্যাল ও ২০% থিউরিক্যাল ক্লাস করানো হয়।
- ✓ প্রশিক্ষনে সাধারণ জ্ঞান, ইংরেজি, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যবসায়িক বিষয়ে ধারণা দেওয়া হয়।
- ✓ প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ট্রেড ভিত্তিক কর্মপরিবেশ সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য শিক্ষানবীশ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
- ✓ প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে প্রশিক্ষণার্থীদের বিনোদন, খেলাধুলা ও পিকনিকের ব্যবস্থা থাকে।
- ✓ কোর্স শেষে একজন এ্যাসোসর কর্তৃক প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়ন করানো হয়।
- ✓ প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে সনদপত্র দেওয়া হয়।
- ✓ আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য মূলধন প্রদান করে সহায়তা ও কারিগরি ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদান।
- ✓ প্রশিক্ষণ শেষে কর্মসংস্থানের জন্য পরামর্শ প্রদান ও সহায়তা করা

অর্জন ঃ

ক্রমিক	ট্রেড/কোর্সের নাম	মেয়াদ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	অর্জন (কর্মসংস্থান) ৩য় ধাপের তথ্য
০১	ইলেকট্রিক্যাল ইনস্ট্রলেশন এন্ড মেইনটেনেন্স	৩ মাস	৫০ জন	২১ জনকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে বাকীদের কর্মসংস্থানের প্রক্রিয়া চলছে।
০২	মোবাইল ফোন সার্ভিসিং	৩ মাস	৫০ জন	৩০ জনকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে বাকীদের কর্মসংস্থানের প্রক্রিয়া চলছে।
০৩	ফ্যাশন গার্মেন্টস	৩ মাস	৫০ জন	৩০ জনকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে বাকীদের কর্মসংস্থানের প্রক্রিয়া চলছে।
০৪	অটো মেকানিক্স	৩ মাস	৫০ জন	২৫ জনকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে বাকীদের কর্মসংস্থানের প্রক্রিয়া চলছে।
মোট			২৫০ জন	

ফলাফলঃ

এই প্রকল্পের মাধমে দক্ষ জনশক্তি তৈরী হচ্ছে ফলে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে দেশে বেকারত্বের হার কমে যাচ্ছে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে এবং বাংলাদেশের উন্নয়নের গতিকে আরো ত্বরান্বিত করছে বিশেষকওে নুসা'র কর্ম এলাকার উপকারভোগীদের আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। ছোট বড় চাকুরিসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন সুনামধন্য কোম্পানি যেমন: রহিম আফরোজ, প্রাণফুড বেভারেজ, ওয়ালটন, ডাচবাংলাপ্যাক, এনার্জি প্যাক কোম্পানিতে চাকুরি সংস্থাপন এ প্রকল্পকে কয়েকধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে এছাড়াও অনেকে বিদেশে গিয়ে চাকুরি করে রেমিটেন্স পাঠাচ্ছে ফলে দেশ সমৃদ্ধ হচ্ছে।

নুসা স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচী

কর্মসূচীর মেয়াদ : ২০২১ - ২০২২ অর্থ বছর।

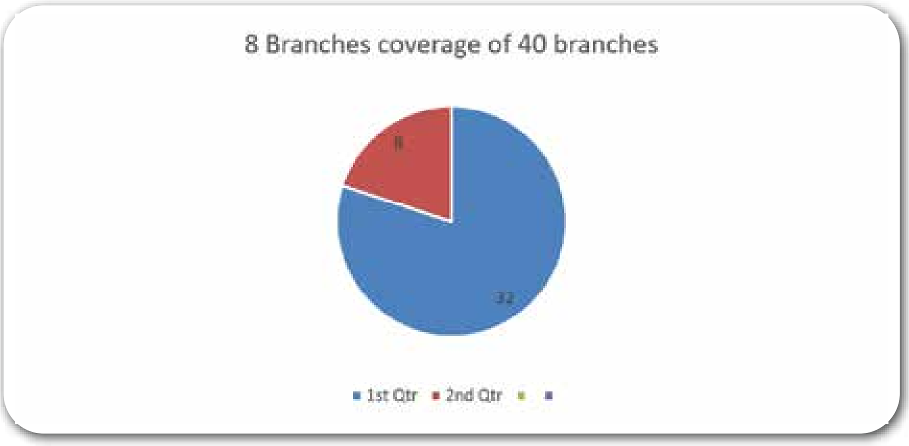

কর্মএলাকা

ক্রমিক	শাখার নাম	কার্যক্রম
০১	শরীয়তপুর সদর শাখা	স্বাস্থ্য সচেতনতা, স্বাস্থ্য বিষয়ক উঠান বৈঠক, স্টেটিক ক্লিনিক, প্রেশার ও ডায়াবেটিস মাপা, রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা, প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান,বিনা মূল্যে চোখের ছানি অপারেশন করে দেওয়া, ন্যূনতম ঔষধ ফ্রি প্রদান এছাড়া কর্মএলাকার মা ও শিশু স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সহায়তা ও জনগণের স্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করনে প্রজনীয় স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করা।স্বাস্থ্য কর্মসূচীর আওতায় নুসা ও মাজেদা হাসপাতালের যৌথ পরিচালনায় ফিজিওথ্যারাপি প্রদান করা হয়।
০২	ডগ্রী শাখা	
০৩	ঘরিসার শাখা	
০৪	কার্তিকপুর শাখা	
০৫	কাচিকাটা শাখা	
০৬	বোরকাটি শাখা	
০৭	তারাবুনিয়া শাখা	
০৮	সখিপুর শাখা	

নুসা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচী

কর্মসূচীর মেয়াদ : ২০২১ - ২০২২ অর্থ বছর।

কর্মএলাকা ও কার্যক্রম : নড়িয়া পৌর এলাকায় ১ নং ওয়ার্ডে ১৪ টি ডাস্টবিন স্থাপন করে এলাকায় বসবাসরত পরিবারসমূহের ময়লা-আবর্জনা সংগ্রহ করে পৌরসভার নিদৃষ্ট জায়গায় স্তুপিকৃত করা।

উদ্দেশ্য :
- ✓ পরিচ্ছন্ন পরিবেশ সুরক্ষা।
- ✓ ডেঙ্গু মশার উপদ্রব কমিয়ে আনা।
- ✓ জনগণের স্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করা।
- ✓ নির্মল বায়ুর মাধ্যমে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করা।
- ✓ রোগ-জীবানু থেকে মানুষকে রক্ষা করা।

নুসা আইন সহায়তা কর্মসূচী

কর্মসূচীর মেয়াদ : ২০২১ - ২০২২ অর্থ বছর।

কর্মএলাকা : নুসা'র কর্মএলাকা।

কার্যক্রম :
- ✓ মানবাধীকার।
- ✓ আইনি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- ✓ পারিবারিক কলহ ও অভিযোগ শালিসের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা।
- ✓ নারী নির্যাতন ও সহিংসতা নিরোসন করা।
- ✓ গরীবদের আইনি সহায়তা প্রদান এবং সরকারী আইনি সহায়তা প্রাপ্তীতে সহযোগিতা করা।

নুসা শিক্ষা বৃত্তি প্রদান কর্মসূচী

কর্মসূচীর মেয়াদ : ২০২১ - ২০২২ অর্থ বছর।

প্রস্তাবিত কর্মসূচীর এলাকা : নুসা'র বাস্তবায়িত ঋন প্রকল্পের সকল কর্মএলাকা।

কর্মসূচী :
- ✓ দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার দিকে ধাবিত করা।
- ✓ নারী শিক্ষার্থীদের সহযোগিতার মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।
- ✓ মান সম্মত শিক্ষা অর্জনে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- ✓ সকল শিক্ষার্থীদের সমানভাবে শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি করা।

ক্রমিক	বিবরণ	ইউনিট খরচ (টাকা)	সংখ্যা/ পরিমান	বৃত্তি প্রদান(৳)	মন্তব্য
১	পিএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী	১২ মাস X ৩০০/-	২৫ জন	৯০০০০	
২	জেএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী	১২ মাস X ৪০০/-	১৮ জন	৮৬৪০০	
৩	এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী	১২ মাস X ৫০০/-	১০ জন	৬০০০০	
৪	এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী	১২ মাস X ৬০০/-	৭ জন	৫০৪০০	

নুসা বিশেষ শিক্ষালয় কর্মসূচী

কর্মসূচীর মেয়াদ : ২০২১ - ২০২২ অর্থ বছর।

কর্মএলাকা : নড়িয়া উপজেলা ব্যপী।

কার্যক্রম :
- ✓ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিশেষায়িত শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- ✓ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ক্রীড়া ও সংস্কৃতি অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা।
- ✓ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃস্টি করা।
- ✓ একিভূত সমাজ ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সন্নিবেশিত করার জন্য গড়ে তোলা।

NARIA UNNAYAN SAMITY (NUSA)
Overall Loan Program Including PKSF Funded Other Programs and Projects
Consolidated Statement of Financial Position
As at June 30, 2022

PARTICULARS	Notes	Amount in Taka	
		30.06.2022	30.06.2021
PROPERTIES & ASSETS :			
A. Non Current Assets:			
Property,Plant & Equipments	7.00	47,102,514	46,430,160
Investments -Long term	8.00	-	-
Loan to other Credit Organization- Long Term	9.00	-	-
Other Long Term Loan	10.00	-	-
Total Non-Current Assets (A)		**47,102,514**	**46,430,160**
B. Current Assets :			
Loan to Members	11.00	1,783,927,203	1,325,300,952
Investments- Short term (FDR)	12.00	190,044,055	121,282,999
Loan to other Credit Organization-Short Term	13.00	-	-
Other Short Term Loans	14.00	12,636,260	23,118,652
Accounts Receivable	15.00	24,042,869	9,482,089
Advance, Deposit & Prepayments	16.00	6,413,829	4,528,978
Stock and Store	17.00	-	-
Unsettled Staff Advance	18.00	5,577,523	5,577,523
Total Current Assets (B)		**2,022,641,739**	**1,489,291,193**
C. Other Assets (to be specified)	19.00	**83,906,205**	**161,979,734**
Cash in Hand	19.01	2,417,247	1,671,299
Cash at Bank	19.02	81,488,958	160,308,435
TOTAL PROPERTY & ASSETS : (A+B+C+D)		**2,153,650,458**	**1,697,701,087**
CAPITAL FUND & LIABILITIES :			
A. Capital Fund			
Donors Grant for Capital Fund	20.00	53,912,308	66,416,094
Cumulative Surplus	21.00	342,075,398	309,913,578
Statutory Reserve Fund	22.00	38,008,378	45,245,070
Others Fund Account (Capital Nature)	23.00	72,386,041	34,434,842
Total Capital Fund (A)		**506,382,125**	**456,009,584**
B. Non-Current Liabilities :			
Loan from PKSF-Long term	24.00	744,499,988	555,333,320
Loan from Government Sources -Long Term	25.00	-	-
Loan from Commercial Bank -Long Term	26.00	152,352,104	48,454,967
Loan from other Credit Organization-Long Term	27.00	-	-
Loan from Other Source -Long Term	28.00	-	-
Accumulated Deprecation	29.00	16,636,681	13,318,228
Total Non-Current Liabilities (B)		**913,488,773**	**617,106,515**
C. Current Liabilities:			
Loan from PKSF (Current Portion)	30.00	-	-
Loan from Government Sources (Current Portion)	31.00	-	-
Loan from Commercial Bank (Current Portion)	32.00	-	-
Loan from other Credit Organization (Current Portion)	33.00	-	-
Loan from Microfinance (Current Portion)	34.00	12,175,506	-
Loan from other Sources (Current Portion)	35.00	-	-
Members Savings	36.00	574,918,540	517,048,421
Provisions for Interest on Member Savings	37.00	-	-
Loan Loss Provision (LLP)	38.00	59,433,585	42,498,297
Accounts Payables	39.00	17,203,732	10,201,458
Other Liabilities - Programs & Projects	40.00	-	-
Enrich Program Fund	40.01	-	-
SEIP Program Fund	40.02	128,329	-
PACE	40.03	-	-
PKSF Support Program Fund	40.04	23,466	-

Habib Sarwar Bhuiyan & Co

PARTICULARS	Notes	Amount in Taka	
		30.06.2022	30.06.2021
PKSF Social Advocacy & Knowledge Dissemination Unit Fund	40.05	33,125	-
PKSF Cultural & Sports Programme Fund	40.06	121,753	-
Agricultural,Fisheries & Livestock Unit Fund	40.07	286,084	-
Welfare Fund/ Insurance Fund	41.00	62,035,803	49,134,542
Cash Benefit	42.00	3,545,939	3,023,849
Cattle Life Insurance	43.00	67,195	67,195
Staff security	44.00	2,953,350	2,000,850
Provision for Expenses	45.00	130,502	141,221
Savings fund refundable	46.00	569,821	469,155
Forfeit	47.00	152,830	-
Total Current Liabilities (C)		**733,779,560**	**624,584,988**
TOTAL CAPITAL FUND & LIABILITIES (A+B+C)		**2,153,650,458**	**1,697,701,087**

The accompanying notes from an integral part of these financial statements

Head of Finance & Accounts
Shah Alam
Head of Finance, NUSA.

Joint Director
Jaydeb Chandra Kundu
Joint Director, NUSA.

Executive Director
Majeda Shawkat Ali
Executive Director. NUSA.

Signed as per report of even date.

Habib Sarwar Bhuiyan & Co.
Chartered Accountants
Registration no: N/A

Signed By:

Md. Shah Alam Mridha FCA
Partner
Enrolment No. - 0733

Dated: October 30, 2022

Habib Sarwar Bhuiyan & Co. Dhaka

NARIA UNNAYAN SAMITY (NUSA)
Overall Loan Program Including PKSF Funded Other Programs and Projects
Consolidated Statement of Profit or Loss and other Comprehensive Income
For the year ended June 30, 2022

PARTICULARS	Notes	Amount in Taka	
		2021 -2022	2020 -2021
A.INCOME:			
Service Charges on Members Loan		304,339,820	279,847,928
Reimbursement from PKSF against Programs & Projects Exp.		-	-
POs Contribution for Programs and Projects Expenses		-	-
Bank Interest		1,086,496	8,405,580
Interest on FDR		8,875,827	-
Dormitory & Taining room rent		-	1,296,581
Miscellanea Income		-	625,961
Donation received		145,500	30,000
Panelty income		-	-
Student Fee Collected		-	-
Membership Fees		140,770	234,100
Sales of Forms and Publication		521,751	256,866
Others Income	55.00	2,939,294	1,348,158
TOTAL INCOME (A)		**318,049,458**	**292,045,174**
B. EXPENDITURE :			
Financial Expense:			
Interest on Members Savings		34,464,914	26,188,922
Service Charge on PKSF Loan		35,480,209	30,481,126
Interest expenses on Other Loan		4,711,273	10,918,930
Salary and allowances		140,101,717	132,327,494
Office Rent		3,440,486	3,275,270
Repair & Maintenance		999,156	2,392,685
Gas and Electricity		777,889	610,660
Telephone, Internet and Postage		1,787,782	801,685
Entertainment		947,410	801,588
Printing and Stationery		1,248,770	825,524
Fuel & Lubricant		853,576	803,072
Vehicle Maintenance Expenses		1,818,296	1,184,307
Conveyance and Travelling		1,202,776	703,794
Newspapers and Periodicals		193,286	92,046
Bank Charges and commission		1,218,710	470,262
Training Expenses		382,237	-
Meeting and Seminar Expenses		219,965	49,495
Legal Expenses		77,525	44,600
Registration Fee		509,008	542,966
Audit Fees		71,000	115,600
Board Members Honorarium		176,000	220,000
Loan Loss Provision Expenses (LLPE)		22,120,402	13,655,025
Depreciation Expenses		3,653,384	2,089,509
Miscellaneous Expenses		120,073	221,228
Other Operating Expenses		20,412,763	11,186,897
Income Tax		1,762,842	1,361,278
Total Financial Expenses		**278,751,449**	**241,363,963**
Programs and Projects Expenses (Both PKSF and PO Funded)		**23,266,180**	**11,456,283**
Social Development Work:		-	85,130
Health Service		1,563,184	570,904
Ward elder committee Meeting		61,858	-
Union elder committee Meeting		1,600	-
One time financial benefits old Honors		15,000	-
Best Child financial benefits		15,000	-
Payment for the Death of the deceased		62,000	-
Special assistance to the physically handicapped people		59,149	-
Sonali Enterprises Probin		45,000	-

Habib Sarwar Bhuiyan & Co. Dhaka

PARTICULARS	Notes	Amount in Taka	
		2021 -2022	2020 -2021
Special Day Program Celebration		118,588	-
Social center construction expenses		1,991	-
ENRICH Program expense		-	-
PACE Program		-	63,150
Probin expense		-	914,310
Cultural and sports		-	192,267
Agriculture, Fisheries and livestock		-	381,951
Project evaluation report		-	300,000
Project evaluation mainly survey		-	100,000
Values Devolopment & social Aworness related Program Exp.		152,012	-
Annual fee, Registration		4,000	-
Project Extension cost-Demonstration		1,203,808	1,203,808
Members of Field Days agriculture counselling centre		100,306	100,306
Distribution of Agricfulture components		10,404	10,404
Farms day and workshop for officer and members		136,955	136,955
Vaccintion for livestock, anthelmentics		-	-
Cash support		-	-
Cleanliness & Sexual Harassment Preven.		-	8,770
Forcosting		15,400	-
Nusa Contribution		3,645	-
Payment for death of discease		-	86,000
Social centre construction expense		-	7,445
BPL Centre Establishment cost		204,000	238,000
BPL Centre operation cost		12,211,120	35,280
BPL Centre Establishment cost		-	207,750
Cultural & sport Activities Program Exp.		56,553	-
Food cost		4,294,886	3,010,906
Trainiing materials		337,970	300,201
Job placement & certification		97,000	205,573
Job Fair/Workshop/Publicity/Employer's Committee Meeting		249,614	-
Internship-conveyance		-	186,500
Medicine		10,938	-
Training Venue & Accommodation		-	990,667
Expenditure on education		1,389,485	1,488,066
Expenditure on health care activities		844,714	1,191,704
Expenditure on training/meeting/seminar activities		-	30,500
Expenditure on special activities		-	225,709
TOTAL EXPENDITURE (B)		**302,017,629**	**252,820,246**
C. Excess of Income over Expenditure (A-B)		16,031,829	39,224,928
GRAND TOTAL (B+C)		**318,049,458**	**292,045,174**

The accompanying notes from an integral part of these financial statements

Head of Finance & Accounts
Shah Alam
Head of Finance, NUSA.

Joint Director
Jaydeb Chandra Kundu
Joint Director, NUSA.

Executive Director
Majeda Shawkat Ali
Executive Director, NUSA

Signed as per report of even date.
Habib Sarwar Bhuiyan & Co.
Chartered Accountants
Registration no: N/A
Signed By:

Md. Shah Alam Mridha FCA
Partner
Enrolment No. - 0733

Dated: October 30, 2022

Habib Sarwar Bhuiyan & Co. Dhaka

NARIA UNNAYAN SAMITY (NUSA)
Overall Loan Program Including PKSF Funded Other Programs and Projects
Consolidated Statements of Receipts & Payments
For the year ended June 30, 2022

Particulars	Notes	Amount in Taka 2021 -2022	2020 -2021
Opening Balance(Cash & Bank):		**161,943,681**	**38,149,711**
Cash in Hand		1,671,328	6,877,907
Cash at Bank		160,272,353	31,271,804
A. RECEIPTS :			
Loan Received from PKSF		490,000,000	398,000,000
Loan Received from Bank		167,500,000	30,000,000
Loan Received from Other Sources (to be specified)	48.00	25,694,358	133,090,687
Others Fund Received :	49.00	29,821,366	49,201,514
Loan Recovery (Principal)	50.00	2,491,878,332	2,164,905,778
Service Charges on Members Loan	51.00	304,309,111	279,847,928
Savings Collection		302,734,095	239,575,688
Encashment of Investment FDR		10,249,030	57,000,000
Reimbursement from PKSF against Programs and Projects Expenses		-	-
i. Enrich		-	-
ii. PACE		-	-
iii. SEIP		-	-
iv. UPP-Ujjibito		-	-
v. Agriculture Unit		-	
vi. Livestock Unit		-	-
vii. KGF		-	-
viii. Others (to be specified)		-	
Cultural & Sports Programme		-	-
POs Contribution for Programs and Projects		-	-
i. Enrich		-	-
ii. PACE		-	
iii. SEIP		-	-
iv. UPP-Ujjibito		-	-
v. Agriculture Unit		-	-
vi. Livestock Unit		-	-
vii. KGF		-	-
viii. Others (to be specified)		-	-
Bank Interest		1,086,496	2,686,440
Interest on FDR		8,177,715	5,372,882
Admission Fee		140,770	107,130
Sale of Forms and Publication		521,751	860,266
Donors Grant for Capital Fund		-	-
Donations for Revenue Expenditure		-	-
Others Receipts :	52.00		
Fixed Assets sales	52.01	3,607,918	15,000
Advance	52.02	2,083,473	2,466,636
Insurance on Loan	52.03	21,571,445	16,081,202
Provision & Payable	52.04	21,628,076	-
Others Income	52.05	1,374,570	3,035,399
TOTAL RECEIPTS (A)		**4,044,322,187**	**3,420,396,261**
B. EXPENDITURE :			
Loan Disbursement to Members	53.00	2,943,766,000	2,194,000,000
Refund of PKSF Loan		300,833,332	297,400,004
Refund of Bank Loan		63,602,863	47,874,356
Refund of Other Loans		21,269,732	137,101,456
Refund of Savings		266,384,989	208,091,322
Service Charges on PKSF Loan		35,480,209	30,481,126
Interest on Bank Loan		4,711,273	7,281,826
Interest on Members Savings		16,386,022	8,313,407
Interest Expenses on other Loan		-	3,637,104
Capital Expenditure (to be specified)		5,144,322	-
Investment (FDR)		78,961,422	129,411,168

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		2021 -2022	2020 -2021
Salaries & Allowance		139,911,813	132,572,365
Elderly Allowances		124,600	140,700
Office Rent		3,019,486	3,160,075
Gas and Electricity		749,733	-
Repair and Maintenance		880,627	2,240,907
Telephone, Internet and Postage		1,786,678	1,536,154
Entertainment		900,978	730,979
Printing and Stationery		2,041,842	1,862,070
Conveyance and Travelling		1,136,938	867,645
Fuel Cost		844,151	1,355,917
Vehicle Maintenance Expenses		1,819,296	1,178,422
Training Expenses		802,593	2,943,284
Meeting and Seminar Expenses		110,690	77,295
Advertisment		27,680	-
Newspapers and Periodicals		79,518	91,346
Bank Charges and commission		1,224,128	481,829
Legal Expenses		77,525	122,485
Registration Fee		509,008	-
Audit Fees		1,000	-
Board Members Honorarium		44,000	60,000
Missellliance Expenses		120,073	213,219
Income Tax		1,277,823	441,923
Food cost		4,343,550	360,137
Assesment & Certification		97,000	105,533
Job placement & certification		249,614	100,040
Medicine		10,938	-
Stamp & cartidge Paper		1,304	-
Staff Security		50,304	-
Publication & Advertisement		33,000	3,222
Donation & Relief		-	779,730
Programs and Projects Expenses (Both PKSF and PO Funded)		-	-
i. Enrich		113,620	109,645
ii. PACE		-	-
iii. SEIP		-	-
iv. UPP-Ujjibito		-	-
v. Agriculture Unit		40,361	-
vi. Livestock Unit		-	-
vii. KGF		-	-
Social Development Work		-	-
Special School Exp		326,726	639,957
Scholarship		142,278	17,323
Health Service		2,112,201	1,968,557
Donation & Relief		218,223	-
Cultural & Cleanest Programme		113,070	90,725
Day Observation		296,917	77,532
Afternoon Education Support		20,100	202,450
Protective Materials(COVID 19)		125,508	156,268
Legal Service/Expenses		277,558	174,161
Probin Jonogosshti		-	365
AFL Expenses		-	26,115
Other Operating Expenses	**54.00**		
Advance	**54.01**	8,156,661	4,620,822
Insurance on Loan	**54.02**	8,148,094	9,632,112
Provision & Accounts Payable	**54.03**	25,345,951	2,834,450
Others Expenses	**54.04**	4,271,183	1,975,516
Social Advocacy & Knowledge Dissemination Unit		-	-
Cultural & Sports Programme Fund		-	-
Annual Fee, Registration & Insurance Fee		4,000	580,229
Centre Rent (50% Centre)		-	-
Centre Oprarion Cost		6,480	-
Gratuity Fund paid to staffs		2,569,600	2,766,687
Provident Fund paid to staffs		1,886,566	1,508,974

Habib Sarwar Bhuiyan & Co. Dhaka

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		2021 -2022	2020 -2021
Fund transfer to GF		-	840,000
Refund of Microfinance Loan		2,750,000	9,651,432
Loan AC VGD project		60,000	-
Loan Ac DIISP		463,000	-
Loan Account Literacy Project		13,993	-
Fund Refund Bangladesh NGO Foundation		107,210	-
Adolescence health related Program Exp.		117,146	-
Social Development Work:		96,197	186,500
Health service		1,533,741	1,191,704
Expenditure on education		1,389,485	1,488,066
Cultural activities		56,553	-
Day observation		23,435	-
Ward elder committee Meeting		39,748	-
Union elder committee Meeting		550	-
Lantem (50% Centre)		204,000	-
BPL Centre Establishment cost		-	238,000
BPL Centre operation cost		-	35,280
BPL Centre Establishment cost		-	207,750
Project evaluation report		-	300,000
Project evaluation mainly survey		40,088	100,000
Special Day Programm Celebration		43,832	-
Project Extension cost-Demonstration		332,244	-
Distribution of Agricfulture components		7,904	-
Payment for death of discease		48,000	60,000
Special assistance to physically handicapped		59,149	36,621
Social centre construction expense		1,991	-
Purchases of Fixed Assets		36,565	1,682,240
TOTAL PAYMENTS (B)		**3,960,415,982**	**3,258,416,527**
C. CLOSING BALANCE (A-B)		**83,906,205**	**161,979,734**
Cash in Hand		2,417,247	1,671,299
Cash at Bank		81,488,958	160,308,435
GRAND TOTAL (B+C) :		**4,044,322,187**	**3,420,396,261**

The accompanying notes from an integral part of these financial statements

Head of Finance & Accounts
Shah Alam
Head of Finance, NUSA.

Joint Director
Jaydeb Chandra Kundu
Joint Director, NUSA.

Executive Director
Majeda Shawkat Ali
Executive Director, NUSA.
Signed as per report of even date.

Habib Sarwar Bhuiyan & Co.
Chartered Accountants
Registration no: N/A
Signed By:

Md. Shah Alam Mridha FCA
Partner
Enrolment No. - 0733

Dated: October 30, 2022

Habib Sarwar Bhuiyan & Co. Chartered Accountants Dhaka

NARIA UNNAYAN SAMITY (NUSA)
Overall Loan Program Including PKSF Funded Other Programs and Projects
Consolidated Statement of Cash Flow
For the year ended June 30,2022

Particular	Notes	Amount in Taka 2021 -2022	2020 -2021
A. Cash Flow from Operating Activities:			
Excess of Income over Expenditure or, Excess of Expenditure over Income		16,031,829	39,224,928
Add: Amount Considered as Non Cash Transactions	56.00	55,055,940	33,652,381
Sub Total of Non Cash Items		**71,087,769**	**72,877,309**
Loan Disbursement to Members		(3,217,693,834)	(2,306,199,600)
Loan Realization from Members		2,491,878,332	2,164,905,778
Net Member Savings Collection	57.00	36,549,106	31,484,366
Sub Total		**(689,266,396)**	**(109,809,456)**
Net Cash Generated from/(Used in) Operating Activities		**(618,178,627)**	**(36,932,147)**
B. Cash Flow from Investing Activities			
Acquisition of Property, Plant and Equipment		(5,144,322)	(1,682,240)
Sale of Property, Plant and Equipment		3,607,918	15,000
Encashment of FDR		302,734,095	239,575,688
Investment of FDR		(78,961,422)	(129,411,168)
FDR Interest re-investment		-	-
Others (to be specified)		-	-
Net Cash Generated from/(Used in) Operating Activities		**222,236,269**	**108,497,280**
C. Cash Flow from Financing Activities:			
Loan Received from Different Sources (to be specified)	58.00	687,321,366	476,495,891
Repayment of Loan Received from Different Sources (to be specified)	59.00	(385,705,927)	(442,596,816)
Others Receipts	60.00	45,181,857	36,403,468
Others Payments	61.00	(28,892,414)	(18,037,653)
Net Cash Generated from/(Used in) Operating Activities		**317,904,882**	**52,264,890**
D. Net Increase / decrease in Cash & Bank Balance (A+B+C)		**(78,037,476)**	**123,830,023**
Add: Cash & Bank Balance at the beginning of the year		161,943,681	38,149,711
Cash & Bank Balance at the end of the year		**83,906,205**	**161,979,734**

Habib Sarwar Bhuiyan & Co. Dhaka Chartered Accountants

NUSA

নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা)

ডাকঘর : নড়িয়া, উপজেলা : নড়িয়া, জেলা : শরীয়তপুর

০৬০১-৫৯১৫৪ ০১৭১৩৩১৪৮৩৭, ০১৭১৮২৩৯৭৪৪

nusa_bd@yahoo.com www.nusabd.org